ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

"এই গ্রন্থে (কোনই) সন্দেহ নাই"

মূল আরবী ও উহার বাংলা উচ্চারণ ও তফছীরসহ

বঙ্গানুবাদ

কোর্‌আন শরীফ

ষষ্ঠ পারা—লা ইয়োহেব্বোল্লা-হু

মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

কর্ত্তৃক

অনুবাদিত ও সঙ্কলিত

৫নং হাজী লেন, কলিকাতা।

প্রকাশক—
মিনার কোম্পানী
৫নং হাজী লেন, কলিকাতা।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ

লা- ইয়োহেব্বোল্লা-হোল্ জাহ্রা বেছ্ছু—এ মেনাল্-ক্বাও্লে ইল্লা- মান্ জোলেমা,
আল্লাহ্ (ইহা) ভালবাসেন না যে কেহ (কাহাকে) প্রকাশ্যে মন্দ বলে কিন্তু যাহার প্রতি) কোন প্রকার) অত্যাচার করা হইয়াছে (তজ্জন্য সেই ব্যক্তি প্রকাশ্যে অত্যাচারাকারীর মন্দ বলিলে তাহা ওজরে গণ্য)

وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۝ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ

অকানাল্লা-হো ছামীআন্ আলীমা- * ইন্ তোব্দূ খায়্রান্ আও্ তোখ্ফূহো
আর আল্লাহ্ (সকলের কথা) শুনেন (এবং সমস্তই) জানেন। * যদি (অন্যের প্রতি তোমরা) প্রকাশ্যে সদ্ব্যবহার কর অথবা অপ্রকাশ্যে কর

اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ۝

আও্ না'ফূ আন্ ছু—এন্ ফাইন্নাল্লা-হা কা-না আফূওয়ান্ ক্বাদীর-।
কিম্বা (তোমাদের প্রতিকৃত) অসদ্ব্যবহার তোমরা গ্রহণ না কর (এই মনে করিয়া যে ইহাও এক প্রকারের সদ্ব্যবহার) তবে আল্লাহ্ (ও লোকদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার এজন্য করেন যে আল্লাহ্) ক্ষমতা সত্ত্বে (যখন) দোষ গ্রহণ করেন না (তখন তোমরাও দোষ গ্রহণ করিও না)।

---

* শানে-নযুল—ইত্যাগের আয়তগুলিতে মোনাফেকদিগের দোষগুলির বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এস্থল হইতে এরশাদ হইতেছে—"যদিও কাহারও কুৎসা রটনা করা যাহা এক হাকীম, করীম ও ছাত্তার-এর (অর্থাৎ আল্লার) বৈশিষ্ট্য-বহির্ভূত, তন্নিমিত্ত ইহার ভেদ-তত্ত্ব বিশ্লেষণ এজন্য করা হইতেছে যাহাতে আল্লার প্রতি কাহারও কু-ধারণা পোষণের সুযোগ না ঘটে।" আল্লাহ্ ফর্ম্মাইয়াছেন—"কাহারও কুৎসা রটনা করা আমি পছন্দ করিনা, কিন্তু যে কোন ব্যক্তির উপর জুলুম করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি যদি জালেমের কুৎসা প্রচার করে, তবে তজ্জন্য তাহার পক্ষে কোন ক্ষতি নাই।"

মোনাফেকদিগের অত্যাচারের সীমা-পরিসীমা ছিল না। উহারা সকল সময়ই মুছলমানদিগকে কষ্ট দিবার মৎলবে থাকিত। মুছলমানদিগের প্রতি উহাদের প্রধানতম অত্যাচার এই ছিল যে, উহারা রছুলে-খোদাকে মান্য করিত না।

য়িহুদী ও নাছারাগণকে এজন্য "কাফের" বলা হইয়াছে যে, য়িহুদীগণ হজরত ঈছা (আঃ) এবং হজরত মোহম্মদ (দঃ)কে মান্য করে না এবং নাছারাগণ শেষ-নবী হজরত মোহাম্মদোর্‌ছুলুল্লার রছুল হওয়া স্বীকার করে না। য়িহুদীগণের হজরত মুছাকে মান্য করা এবং হজরত ঈছা ও হজরতে মোহাম্মদকে মান্য না করা এবং নাছারাদিগের হজরত শেষ-নবী নবুওতে এন্‌কার করার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে এরশাদ হইতেছে—"তোমরা কি এই উভয় ব্যাপারের মধ্যস্থলে আর একটা পথ আবিষ্কার করিতে চাহিতেছ—অর্থাৎ তোমরা কি একজন নবীকে মান্য করিতেছ এবং অন্য জনকে অবাধ্যতাচারণ করিতেছ? ফল কথা, য়িহুদী ও নাছারাদিগের এবম্প্রকার "কোফরী-দশা"রই জন্য উহাদিগকে "কাফের"বলা হইতেছে।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ

ইন্নাল্লজীনা য়্যাক্‌ফোরূনা বেল্লা-হে অরোছোলেহী- অ-ইয়্যোরীদূনা

নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রছুলগণের মন্‌কের এবং ইচ্ছা করে

أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ

আঁই-ইয়্যোফার্‌রেকূ বায়্‌নাল্লা-হে অরোছোলেহী- অয়্যাকূলূনা নো'মেনো বেবা'দেঁও

আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রছুলগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির (৫৬) আর বলিয়া থাকে যে, আমরা কোনও কোনও (পয়গাম্বর)কে মান্য করি

وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ

অ-নাক্‌ফোরো বেবা'দেঁও—অইয়্যোরীদূনা আঁই-য়্যাত্তাখেজূ বায়্‌না জা-লেকা

আর কাহাকেও কাহাকেও মান্য করি না, আর উহারা গ্রহণেচ্ছা করিতেছে কোফর ও ঈমানের মধ্যবর্ত্তী

سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ

ছাবীলান্‌;—উলা—এঁকা হুমোল্‌-কা-ফেরূনা হাক্‌কা-; অ-আ'তাদ্‌না- লেল্‌-কা-ফেরীনা

(অন্য কোন) পথ। এই শ্রেণীর লোকেই প্রকৃত কাফের; আর আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি কাফেরদিগের জন্য

عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ

আজা-বাম্‌-মোহীনা-। অল্লাজীনা আ-মানূ বেল্লা-হে অরোছোলেহী- অলাম্‌

অপদস্থের শাস্তি। আর যাহারা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রছুলগণের প্রতি ঈমান আনিয়াছে আর বিভেদ

يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ

ইয়্যোফার্‌রেকূ বায়্‌না আহাদেম্‌-মেন্‌হুম্‌ উলা—এঁকা ছাওফা ইয়্যো'তীহিম্‌ ওজূরা'হুম্‌,

মনে করে নাই তাহা (রছুল)দের মধ্য হইতে কোন একজনকে অন্যজন হইতে এই প্রকার লোকেই যাহাদিগকে আমি (পরকালে) তাহাদের ছওয়াব প্রদান করিব,

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ

অকা-নাল্লা-হো গাফূরার্‌রাহীমা-। ৫ য়্যাছ্‌আলোকা আহ্‌লোল্‌-কেতা-বে

আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী দয়ালু। (হে রছুল) আহ্‌লে কেতাব (অর্থাৎ য়িহুদীগণ) তোমাকে (এই অযথা) প্রশ্ন করিতেছে

৫
২১
রুকু

(৫৬) ইহার মর্ম্ম এই যে, পয়গাম্বরদিগের মধ্যে কোন পয়গাম্বরকে "পয়গাম্বর জ্ঞান না করা ইহাই আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রছুলগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি।

أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا

আন্ তোনায্যেলা আলায়্হিম্ কেতা-বাম্ মেনাছ্ছামা-—এ ফাকাদ্ ছাআলূ

যে তুমি উহাদের প্রতি কোন (লিপিবদ্ধ অর্থাৎ লিখিত) কেতাব আছমান হইতে অবতরণ কর অপিচ (হে রছুল তুমি জানিয়া লও—অযথা তর্ক উহাদের স্বভাবগত) নিশ্চয়ই (উহারা) প্রশ্ন করিয়াছিল

مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً

মূছা— আক্বারা মেন্ জা-লেকা ফাকা-লূ— আরেনাল্লা-হা জাহ্রাতান্

(উহাদের) মূছা (নবী)কে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর (উহারা) বলিয়াছিল (হে মূছা, তুমি) আমাদিগকে দেখাও আল্লাহ্ কে প্রকাশ্যভাবে (৫৭)

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِ

ফাআখাজাৎ-হুমোছ্ছা-এক্কাতো বে-জোলমেহিম্, ছোম্মাত্তাখাজোল্ এজ্‌লা কেম্ বা'দে

তখন আকর্ষণ করিল বিদ্যুৎ উহাদিগকে উহাদের দুষ্টামীর (জুলুমের) জন্য (তৎফলে উহারা মরিয়া গেল এবং মূছার দোয়ায় পুনরায় জীবিত হইল), ইহার (এই ঘটনার) পরে উহারা (পূজার জন্য) গো-বৎস ধরিয়া বসিয়াছিল

مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَٰتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا

মা-জা—আৎহুমোল্ বায়্যেনা-তো ফাআ'ফাওনা- আন্ জা-লেক্, অআ-তায়্না-

উহাদের নিকট (আল্লার একত্বের দলীল এবং) মো'জেযাহ্ সমূহ আসা সত্বেও অনন্তর (পুনরায়) আমি (উহাদিগকে) ইহা (এই দোষ) হইতে (ও) মাফ করিয়াছিলাম, আর আমি প্রদান করিয়াছিলাম

مُوسَىٰ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ۝ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَٰقِهِمْ

মূছা- ছোল্তা-নাম্ মোবীনা- ।* অরাফা'না- ফাওকাহোমোৎতূরা বেমীসা-কেহিম্

মূছাকে সুস্পষ্ট প্রভাব।* আর আমি ঝুলায়মান করিয়াছিলাম উহাদের মস্তকোপরি 'তুর' (পর্ব্বত)কে উহাদের হইতে পরিপক্ক ওয়াদা লওয়ার জন্য

(৫৭) য়িহুদীগণ হজরত রছুলে-খোদা সমীপে এই প্রস্তাব করিয়াছিল যে,—(১) যদ্রূপ মূছার প্রতি লিখিত কেতাব নাজেল হইয়াছিল, তদ্রূপ একটী একটী কেতাব আমাদের প্রতি নাজেল হউক। (২) আর সেই কেতাবে অমুক অমুক ব্যক্তির নামের ছহীফা থাকে—যাহাতে হে মোহাম্মদ ! তোমার পয়গাম্বরত্বের সত্যতা প্রকাশ পায় ;—তবেই আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনিতে পারি।

যেহেতু য়িহুদীগণের প্রস্তাব নীতিবিরুদ্ধ ছিল, তজ্জন্য আল্লাহ্ উহাদের বহু দুষ্টামীর কথা উল্লেখ করতঃ ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ইহাদের এই প্রস্তাবও সেই পূর্ব্বেরই অনুরূপ,—উহা সত্যের সন্ধান উদ্দেশ্যে নহে।

* শানে-নজুল—"তফছীর রুহোল-মা'আনী"তে উক্ত আছে—য়িহুদীগণ রছুলে-খোদাকে বলিয়াছিল—"আমরা তোমার কাছে তখনই বায়েত করিব—যখন আমাদের নিকট আল্লার পক্ষ হইতে একটী লিপি এই মর্ম্মের আসিবে যে, ইহা আল্লার পক্ষ হইতে অমুক য়িহুদীর বরাবরে প্রেরিত যে,

وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا

অ-কোল্‌না- লাহুমোদ্‌খোলোল্‌- বা-বা ছোজ্জ্‌জাদাঙ্‌ অকোল্‌না- লাহুম্‌ লা- তা'দূ

আর আমি উহাদিগকে হুকুম করিয়াছিলাম যে, (শহরে) দর্‌ওয়াজায় (শোকরের) ছেজ্‌দাহ্‌ করিতে করিতে প্রবেশ কর (৫৮) আর আমি উহাদিগকে (ইহাও) হুকুম করিয়াছিলাম যে (আমার হুকুমের) সীমা লঙ্ঘন করিও না

فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝ فَبِمَا نَقْضِهِمْ

ফেছ্‌ছাব্‌তে, অ-আখাজ্‌না- মেন্‌হুম্‌ মীসা-কান্‌ গালীজা-। ফাবেমা নাক্‌দেহিম্‌

হপ্তার (শনিবার) দিবসে, আর আমি উহাদের হইতে পরিপক্ক ওয়াদা লইয়াছি। (৫৯) অপিচ (আমিও উহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছি)

مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ

মীসাকাহুম্‌ অ-কোফ্‌রেহিম বে-আ-য়্যা-তেল্‌লা হে অ-কাৎলেহেমোল্‌-আম্বেয়্যা—আ

উহাদের একৃরার ভঙ্গ করার জন্য উহাদের কোফরীর (অর্থাৎ আল্লার আহ্‌কামের মোন্‌কের হওয়ার) জন্য আর উহাদের নবীগণকে হত্যা করার জন্য

بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ

বেগায়্‌রে হাক্‌কেন্‌ অ-কাও্‌লেহিম কোলূবোনা- গোলফ্‌, বাল্‌ তাবাআল্‌লা-হো

অন্যায় ভাবে আর উহাদের এই কথার জন্য যে আমাদের আত্মাগুলি পর্দ্দাবৃত (অর্থাৎ কোন উপদেশ আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না, (আল্লাহ্‌ বলিতেছেন—উহাদের আত্মাগুলি পর্দ্দাবৃত নহে) এবং মোহর করিয়া দিয়াছেন আল্লাহ্‌

---

(৫৮) প্রথম পারার ষষ্ঠ রুকুতেও ইহা উল্লেখিত হইয়াছে, তথাকার নিয়ম দ্রষ্টব্য।

(৫৯) প্রথম পারার অষ্টম রুকুতেও উহা উল্লেখিত হইয়াছে, তথাকার নিয়ম দ্রষ্টব্য।

মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রছুল, আমি মোহাম্মদ (দঃ)কে সমস্ত জাতির দিকে রছুল-রূপে প্রেরণ করিয়াছি। আর ঐ মর্ম্মের লিপি প্রত্যেক য়িহুদীর নাম বরাবরে পৃথক পৃথকভাবে আসা চাই।" য়িহুদীগণের ঐপ্রকার উক্তির উত্তরে হজরত রছুলে-খোদা (দঃ)কে সান্ত্বনা প্রদান উদ্দেশ্যে অত্র আয়ত নাজেল হয়।

আল্লাহ্‌, রছুলে খোদাকে এই সান্ত্বনা প্রদান করিবেন যে, যে হবিব! উহাদের ঐপ্রকার উক্তিতে ভগ্নোৎসাহ হইও না, উহাদের ঐপ্রকার নীতি চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। উহারা প্রত্যেক নবিকেই এই ভাবের প্রশ্ন করিয়াছে। উহারা মূছা (নবী)কে বলিয়াছিল,—আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যে পর্য্যন্ত (হে মূছা,) খোদাকে সামনা-সমনিভাবে না দেখাইতেছ, সে পর্য্যন্ত কখনই আমরা ঈমান আনিব না। আমরা খোদাকে জিজ্ঞাসা করিব—মূছাকে তুমি নবি করিয়া পাঠাইয়াছ কি? যদি খোদা বলেন—নবি করিয়া পাঠাইয়াছি, তবেই আমরা ঈমান আনিব।"

উহাদের ঐপ্রকার প্রশ্ন হজরত মূছা বলিয়াছিল যে, আল্লাহ্‌কে দুনিয়ায় দর্শন করিবার মত শক্তি তোমাদের নাই। য়িহুদীগণ স্বচক্ষে খোদাকে দেখিবে বলিয়া হজরত মূছাকে পীড়াপীড়ি করিতে থাকায় অগত্যা হজরত মূছা ৭০ জন লোকসহ কোহে-তুরে গমনপূর্ব্বক দোয়া করিতেই এক ঝলক জ্যোতির আবির্ভাবে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত এবং হজরত মূছা চৈতন্যহীন হন। এ-ঘটনার কথা ওয়ায়েজদিগের প্রমুখাৎ সকলেরই শুনা আছে।

عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَبِكُفْرِهِمْ

আলায়্হা- বেকোফ্‌রেহিম্ ফালা- ইয়ো'মেনুনা ইল্লা- ক্বালীলা-। অবেকোফ্‌রেহিম্

উহার (আত্মার) উপর উহাদের কোফরীর জন্য অতএব (উহারা প্রায়ই) ঈমান আনেনা অল্পসংখ্যক ব্যতীত। আর উহাদের কুফরীর(ই) জন্য

وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝ وَقَوْلِهِمْ

অ-ক্বাওলেহিম্ আলা- মার্‌য়্যামা বোহ্‌তা-নান্ আজীমাঙ্—অ-ক্বাওলেহিম্

এবং মরিয়মের সম্বন্ধে অতি (গুরুতর) মিথ্যা দুর্নাম প্রচারের জন্য ;—আর উহাদের এতদুক্তির জন্য যে

إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ

ইন্না- ক্বাতাল্‌নাল্-মাছীহা ঈ-ছাব্‌না মার্‌য়্যামা রাছুলাল্লা-হে, অমা- ক্বাতালূহো

নিশ্চয় আমরা হত্যা করিয়াছি মরিয়মের পুত্র ঈছা মছীহ্‌কে যে (ঈছা দাবী করিত যে আমি) আল্লার রছুল, আর উহারা উহা (ঈছা)কে হত্যা করে নাই

وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ

অমা- ছালাবুহো অলা-কেন্ শোব্বেহা লাহুম্, অইন্নাল্লাজীনাখ্‌তালাফূ ফী-হে

আর উহা (ঈছা)কে শূলী দেয় নাই (প্রকৃতপক্ষে উহারা অন্য কাহাকেও শূলী দিতেছিল) কিন্তু উহাদের এইরূপই বোধ হইয়াছিল (যে আমরা ঈছাকে শূলী দিতেছি), আর যাহারা এ-সম্বন্ধে মতভেদ (সৃষ্টি) করিয়াছে (আর মনে করিয়াছে যে ঈছাকে শূলী দেওয়া হইয়াছে)

لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ

লাফী শাক্কেম্ মেন্‌হো, মা- লাহুম্ বেহী- মেন্ এল্‌মেন ইল্লাৎ-তেবা-আজ্জান্নে,

তবে এই ব্যাপারে (তাহারা অযথা) সন্দেহের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের ইহার (প্রকৃত) তথ্য জানা নাই কিন্তু ধারণারই পশ্চাতে দৌড়িয়া চলিয়াছে,

---

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ

অমা- ক্বাতালূহো য়্যাক্বীনাম্ ;—বার্‌রাফাআহোল্লা-হো এলায়্হে, অ-কা নাল্লা-হো

আর যথার্থই ঈছাকে (উহারা) হত্যা করে নাই ;—বরং উহা(ঈছা)কে আল্লাহ্ নিজের দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন, আর আল্লাহ্

عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ

অযীযান্ হাকীমা-। অ-ইন্ মেন্ আহ্‌লেল্-কেতা-বে ইল্লা- লাইয়্যো'মেনান্না

মহা পরাক্রান্ত জ্ঞানাধার। আর (কেয়ামতের নিকটবর্ত্তীকালে ঈছা যখন পুনর্ব্বার ভূ-জগতে আগমন করিবে তখন) যত আহ্‌লে-কেতাব আছে নিশ্চয়ই (তাহারা) উহার (ঈছার) উপর (মুছলমানদিগেরই ন্যায়) ঈমান আনিবে

بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۚ

বেহী- কাব্‌লা মাওতেহী-, অ-য়্যাওমাল্‌-কেয়্যা-মাতে য়্যাকূনো আলায়্‌হিম্‌ শাহীদা।

উহার (ঈছার) মৃত্যুর পূর্ব্বে, (৬০) আর কেয়ামত-দিবশে (ঈছা) উহারা (ঐ মোন্‌কের)দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রদান করিবে।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ

ফাবেজোল্‌মেম্‌ মেনাল্‌লাজীনা হা-দূ হার্‌রাম্‌না-আলায়্‌হিম্‌ তয়ইয়্যেবা-তেন্‌

ফলকথা য়িহুদীগণের (এবম্প্রকার) দুষ্টামীর জন্য আমি (বহুপ্রকার) বিশুদ্ধ বস্তু উহাদের প্রতি হারাম করিয়া দিয়াছি

اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۙ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا

ওহেল্লাৎ লাহুম্‌ অবেছাদ্দেহিম্‌ আন্‌ ছাবীল্লেলা-হে কাসীরাঙ্‌—অ-আখ্‌জে-হেমোর্‌রেবা-

যাহা উহাদের জন্য হালাল ছিল (যাহাতে ভোগের সীমারেখা উহাদের প্রতি সঙ্কুচত হইয়া আইসে) আর এই জন্য যে (উহাদের) অধিকাংশই আল্লার পথ হইতে (লোকদিগকে) বাধাপ্রদান করিত ;—আর এই জন্য যে (উহারা) সুদ গ্রহণ করিত

وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ

অকাদ্‌ নোহু আন্‌হো অআক্‌লেহিম্‌ আমওয়া-লান্‌না-ছে বেল্‌-বা-তেলে,

উহাদিগকে সুদ (গ্রহণ) নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া সত্বেও আর এই জন্য যে লোকদিগের মাল (স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি) অন্যায়ভাবে গ্রাস করিত,

---

وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۞ لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ

অ-আ'তাদ্‌না' লেল্‌-কা-ফেরীনা মেন্‌হুম্‌ আজা-বান্‌ আলীনা-। লা-কেনের্‌রাছেখূনা

আর উহাদের যাহারা (খোদার হুকুমের) মোন্‌কের তাহাদের জন্য আমি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু (হে নবি !) যাহারা সৎশিক্ষার পথে

فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ

ফেল্‌-এল্‌মে মেন্‌হুম্‌ অল্‌-মো'মেনূনা ইয়্যো'মেনূনা বেমা— ওন্‌যেলা এলায়্‌কা

প্রধাবিত উহাদের মধ্যেকার (তাহারা) আর মুছলমান (এই দুইটী দল ত) উহার (সেই কেতাবের) উপর ঈমান রাখে যাহা তোমার প্রতি নাজেল হইয়াছে

---

(৬০) একাধিক ছহী হাদিছে উক্ত আছে যে, কেয়ামতের পূর্ব্বে হজরত ঈছা (আঃ) পুনর্ব্বার দুনিয়ায় আগমন করতঃ এছলামী শরিয়ত অনুযায়ী কার্য্য-পরিচালন করিবেন। হজরত ঈছা (আঃ) যে সারা দুনিয়ায় এছলামী শরিয়ত প্রবর্ত্তন করিবেন, অত্র আয়তে তদ্বিষয়ের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

অমা— ওনযেলা মেন্ ক্বাব্‌লেকা অল মোক্বীমীনাছ্ছালা-তা অল্-মো'তূনায্‌যাকা-তা

আর সেই (কেতাব)গুলির উপর যেগুলি তোমার অগ্রে (অন্যান্য পয়গাম্বরের প্রতি) নাজেল হইয়াছে আর (তাহারা) নামাজ পড়িয়া থাকে এবং জাকাত আদায় করে

وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ

অল্-মো'মেনূনা বেল্‌লা-হে অল্ য়্যাও্‌মেল-আ-খেরে, উলা—একা ছানো'তীহিম্

আর আল্লাহ্ এবং শেষ-দিবসে বিশ্বাস পোষণ করে, এই লোকেরাই ইহাদিগকে আমি অতিশীঘ্রই প্রদান করিব

---

৫ ২২ ২ রুকু

اَجْرًا عَظِيْمًا ۵ اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ

আজ্‌রান্ আজীমা- ৫ ইন্‌না— আও্‌হায়্‌না— এলায়্‌কা কামা— আও্‌হায়্‌না—

মহা কর্ম্মফল। (৬১) (হে রছুল !) আমি তোমার দিকে (তদ্রূপই) অহী প্রেরণ করিয়াছি যদ্রূপ অহী আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম

اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ج وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

এলা- নূহেও্ অন্‌নাবীয়্যীনা মেম্ বা'দেহী-, অ-আও্‌হায়্‌না— এলা— এব্‌রাহীমা

নূহ এবং (অন্যান্য) পয়গাম্বরদিগের দিকে যাহারা উহার পরে (পয়গম্বর) হইয়াছে, আর (যদ্রূপ) অহী আমি এব্‌রাহীম

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ

অ-এছ্‌মা-ঈলা অ-এছহা-কা অ-য়্যাকূবা অল-আছবা-তে অ-ঈছা- অ-আয়ুইয়্যূবা

ও এছমাইল ও এছ্‌হাক ও এয়াকুবের বংশধর ও ঈছা ও আইউব

وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ج وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۵

অ-ইয়্যোনোছা অ-হা-রূনা অ-ছোলয়্‌মা-না ; অআ-তায়্‌না- দা-ভূদা যীবূরা-

ও ইউনছ ও হারুন এবং ছোলায়মানের দিকে প্রেরণ করিয়াছিলাম ; আর আমি দাউদকে 'যবুর' দিয়াছি।

---

(৬১) "حروف,, سين" "ছীন" অক্ষর কখনও 'নিকটবর্ত্তীর জন্য আর কখনও কেবল 'তাকীদে'র জন্য আইসে। তজ্জন্য আমরা অনুবাদে "অতীশীঘ্র" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আর উহার দুইটী 'মর্ম্ম'। হয়ত উহার মর্ম্ম—"কেয়ামত"। কারণ, কেয়ামত অনিবার্য্য এবং দুনিয়া কতিপয় দিবস মাত্র—তজ্জন্যই আল্লাহ্ 'ছীন' অক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন যাহা "অতিশীঘ্রই" মর্ম্মে ব্যবহৃত হয়। অথবা সম্ভবতঃ "দুনিয়া"ই উহার মর্ম্ম যে য়িহুদীগণ (উহাতে) ঈমান আনিয়াছে, মুছলমানগণের ন্যায় য়িহুদীগণও এছলামের ইহলৌকিক (দুনিয়াবী) বরকতে উপকৃত হইয়াছে।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا

অ-রোছোলান্ ক্বাদ্ ক্বাছছনা হুম্ আলায়্‌কা মেন্ ক্বাবলো অ-রোছোলাল্-

আর (তোমার ন্যায় ইত্যাগ্রে আমি) কত পয়গাম্বর (প্রেরণ করিয়াছি) যাহাদের অবস্থা (ইহার) অগ্রে আমি তোমার সহিত বর্ণনা করিয়াছি আর কত পয়গাম্বর

لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۚ رُسُلًا

লাম্ নাক্‌ছোছ্‌হুম্ আলায়্‌কা, অ-কাল্লামাল্লা-হো মূছা- তাক্‌লী-মা। রোছোলাম্

তাহাদের অবস্থা আমি তোমাকে (এখনও পর্য্যন্ত) বর্ণনা করি নাই, আর আল্লাহ্ মূছার সঙ্গে (ত) কথা(ও) কহিয়াছেন। (এই) পয়গাম্বরগণ

مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ

মোবাশশেরীনা মোনজেরীনা লেআল্লা- য়্যাকূনা লেন্‌না-ছে আলাল্লা-হে

(পুণ্যবান্‌দিগকে বেহেশ্‌তের) সুসংবাদদাতা এবং (পাপীদিগকে আল্লার শাস্তির) ভয় প্রদর্শক (ছিলেন) যাহাতে আল্লার প্রতি লোকদিগের

حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝ لٰكِنِ اللّٰهُ

হোজ্জাতোম্ বা'দাররোছোল্, অ-কা-নাল্লা-হো আযীযান হাকী-না-। লা-কেনেল্লা-হো

(কোন প্রকার) দোশারোপ(-এর সুযোগ) না থাকে পয়গাম্বরদিগের (আগমনের) পশ্চাতে, আর আল্লাহ্ প্রভাশালী (এবং) কৌশলী। (হে রছুল, আহ্‌লে-কেতাব মান্য না-ই করুক) কিন্তু আল্লাহ্

يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ

য়্যাশহাদো বেমা—আন্‌যালা এলায়্‌কা আন্‌যালাহু বেএল্‌মেহী-, অল্-মালা—একাতো

যাহা কিছু তোমার প্রতি নাজেল করিয়াছেন তিনি (তোমাকে উহার যোগ্যপাত্র) বুঝিয়া উহা (তোমার প্রতি) নাজেল করিয়াছেন, আর (শুধু একমাত্র আল্লাহ্-ই নহেন বরং) ফেরেশ্‌তাগণ(ও) ইহার

يَشْهَدُوْنَ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا

য়্যাশহাদূনা, অকাফা- বেল্লা-হে শাহী-দা। ইন্নাল্লাজীনা কাফারু অছাদ্দূ

সাক্ষ্য দিতেছে, আর সাক্ষ্য বিষয়ে ত (মাত্র) আল্লাহ্-ই যথেষ্ট। নিঃসন্দেহ যাহারা (নিজেরাও দীন এছলামের) মোন্‌কের এবং বাধা প্রদান করে

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

আন্ ছাবীলেল্লা-হে ক্বাদ্-দাল্লূ দালা-লাম্ বায়ী-দা-। ইন্নাল্লাজীনা কাফারু

(অন্যকেও) আল্লার পথ হইতে অপিচ নিশ্চয় তাহারা (সরল পথ হইতে) বহুদূরে ভ্রষ্ট হইয়াছে। যাহারা কুফরী করিয়াছে

وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ

অ-জালামু লাম্ ইয়্যাকোনেল্লাহো লে-ইয়্যাগ্‌ফেরা লাহুম্ অলা- লে-ইয়্যাহ্‌দেয়্যাহুম্
এবং (কুফরীর সঙ্গে) জুলুম(ও) করিয়াছে (৬২) তাহাদিগকে আল্লাহ্ ক্ষমাও করিবেন না এবং তাহাদিগকে (সরল)

طَرِيْقًا ۙ اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ

ত্বরীকান্ ;—ইল্লা- ত্বরীকা জাহান্নামা খা-লেদীনা ফী-হা—আবাদা-।
পথও প্রদর্শন করিবেন না ;—বরং (তাহাদিগকে) জাহান্নামেরই পথ (প্রদর্শন করিবেন) উহাতে চির চিরকাল অবস্থিতি করিবে,

وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ

অকা-না জা-লেকা আলাল্লা-হে ইয়্যাছীরা- * ইয়্যা—আয়্যুয়োহান্না-ছো ক্বাদ্
আর ইহা আল্লার পক্ষে (অতি) সহজতর (কার্য্য) * হে লোক সকল নিশ্চয়ই

جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ

জা—আ কোমোর্‌রাছুলো বেল্-হাক্কে মের্‌রাব্বেকুম্ ফাআ-মেনূ খায়্‌রাল্‌লাকুম্। অইন্
আগমন করিয়াছে (এই) রছুল (মোহাম্মদ) তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে (দীন) হক লইয়া অতএব (যদি তোমাদের) ঈমান লইয়া আইসে তোমাদের পক্ষে (তাহাই) উত্তম আর যদি

تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ

তাক্‌ফোরূ ফাইন্না লেল্লা-হে মা- ফেছ্‌ছামা-ওয়া-তে অল্-আর্‌দ্বে। অকা-নাল্লা-হো
এন্‌কার কর তবে আল্লাহ্ (তদ্বিষয়ে বে-পরোয়া, কারণ তাঁহা)রই যাহা কিছু আকাশ সমূহে ও ভূ-মণ্ডলে রহিয়াছে, আর আল্লাহ্

(৬২) সম্ভবতঃ ইহাই মর্ম্ম যে, উহাদের কোফরীর কারণে উহারা নিজেরা নিজেদের প্রতি জুলুম করিতেছিল—তৎফলে কোফরীর দুর্ভোগ উহাদিগকেই ভুগিতে হইবে। কিম্বা অপ্রকৃত খোদাকে খোদার অংশী স্থির করিয়া খোদার প্রতি জুলুম করিতেছে। ان الشرك لظلم عظيم

* শানে নজুল— ان الذين كفروا — ذالك على الله يسيرا "ইন্নাল্লাজীন কাফারূ (হইতে) জা-লেকা আলাল্লা-হে ইয়্যাছীরা-।" অত্র আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার হেতু এই যে, তৎকালীন কাফেরগণ সগর্ব্বে ঘোষণা করিত—"আমরা ত দোজখে যাইবই না, আর যদি যাইতেই হয়, তবে তাহা অল্পদিনের জন্য।" উহাদের ঐ উক্তির উত্তরে অবহিত করা হইতেছে যে,—"জাহান্নাম ছাড়া ত তোমাদের কুত্রাপিও স্থান মিলিবেনা, আর উহাতে তোমাদের অবস্থিতি অল্পদিনের জন্য নহে" বরং উহাতে হে এছলামের মোন্‌কেরগণ!—তোমাদিগকে "চিরকাল" থাকিতে হইবে।

عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

আলীমান্ হাকীমা-। ইয়া— আহ্‌লাল-কেতা-বে লা- তাগ্‌লুফী দীনেকুম্

(সকলের অবস্থা বিষয়ে) জ্ঞাতা (এবং) ভেদতত্ত্ববিদ্। হে আহ্‌লে কেতাব (তোমরা) নিজেদের দীনের মধ্যে সীমা অতিক্রম করিও না

وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ط إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ

অলা- তাকূলূ আলাল্লা-হে ইল্লাল্ হাক্‌ক্বা। ইন্নামাল্-মাছীহো ঈ-ছাব্‌নো

আর আল্লার সম্বন্ধে যথা—কথা ব্যতিরেকে (একটি কথাও) কহিও না, (যথা—কথা ত এই যে) ঈছা মছীহ্

مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ

মার্‌য়্যামা রাছুলোল্লা-হে অ-কালেমাতোহূ, আল্‌কা-হা— এলা-মার্‌য়্যামা অরূহোম্

মরিয়মের পুত্র আল্লার একজন রছুল আর আল্লার হুকুম,—যাহা তিনি মরিয়মের দিকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন (যে, হে মরিয়ম, তুমি বিনা পতিতে গর্ভবতী হইয়া যাও আর মরিয়ম গর্ভবতী হইয়া গেল) আর (মরিয়মের পুত্র ঈছ একটি) রূহ্ (ছিল) যে (রূহ্) খাছ

مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ط انْتَهُوا

মেন্‌হো, ফাআ-মেনূ বেল্লা-হে অরোছোলেহী- —অলা-আকূলূ সালা-সাহ্। ইন্‌তাহূ

আল্লার তরফ হইতে (দুনিয়ায় আগমন করিয়াছিল), অতএব তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুলগণের প্রতি ঈমান আন—আর তোমরা তিন (খোদা) বলিও না (এরূপ বলা হইতে) প্রতিনিবৃত্ত থাকিও

خَيْرًا لَكُمْ ط إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ط سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ

খায়্‌রাল্লাকুম; ইন্নামাল্লা-হো এলা-হোঙ ওয়া-হেদ্। ছোব্‌হা-না—হূ আঁই-ইয়্যাকূনা

(কারণ উহা) তোমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর, মাত্র আল্লাহ্‌ই একা উপাসনার যোগ্য, তিনি ইহা হইতে পবিত্র যে তাঁহার

لَهُ وَلَدٌ م لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَكَفَى بِاللَّهِ

লাহূ অলাদ্॥ লাহূ মা-ফেছ্‌ছামা-ওয়া-তে অমা- ফেল্-আর্‌দ্বে। অকাফা- বেল্লা-হে

কোন সন্তান থাকে, তাঁহারই যাহা কিছু আকাশসমূহে আর যাহা কিছু ভূ-জগতে রহিয়াছে, আর আল্লাহ্ যথেষ্ট

২৩ | ৩ রুকু

وَكِيلًا ۝ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ

অকী-লা-। ৎ লাই ইয়্যাছ্‌তান্‌কেফাল্‌-মাছীহো আঁই-ইয়াকুনা আব্‌দাল্‌-লেল্‌লা-হে

কার্য্যকারক। (৬৩) মছীহ্‌-এর আল্লার বান্দা হওয়াতে কখনই (কোনপ্রকার) এন্‌কার নাই

وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ط وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ

অলাল্‌-মালা—একাতোল্‌-মোকার্‌রাবুনা। অ-মাই-ইয়্যাছ্‌তান্‌কেফ্‌ আন্‌ এবা-দাতেহী-

আর ফেরেশ্‌তাদিগেরও নাই—যাহারা আল্লার নিকটবর্ত্তী, আর যে ব্যক্তি আল্লার বান্দা সাজিতে এন্‌কার করিবে

وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ

অইয়্যাছ্‌তাক্‌বের্‌ ফাছায়্যাহ্‌শোরো হুম্‌ এলায়্‌হে জামীআ-। ফাআম্মাল্‌লাজীনা

ও আত্মম্ভরিতা দেখাইয়া তবে অতিসত্বরই তাহাদের সকলকে (আল্লাহ্‌) নিজের নিকট টানিয়া একত্রিত করিবেন।* তৎপর (আল্লার দরবারে উপস্থিত হওয়ার পশ্চাতে) যাহারা

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ

আ-মানু অ-আমেলোছ্‌ছা-লেহাতে ফাইয়্যোঅফ্‌ফীহিম ওজুরাহুম্‌ অয়্যাযীদো হুম্‌

ঈমান রাখিতে এবং সৎকার্য্য করিত আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে তাহাদের ছওয়াব (যথাযথ) প্রদান করিবেন এবং তাহাদিগকে (আরও কিছু) বেশী প্রদান করিবেন

مِنْ فَضْلِهِ ج وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ

মেন্‌ ফাদ্‌লেহী-, অ আম্মাল্‌লাজীনাছ্‌তান্‌কাফু আছ্‌তাক্‌বারু ফাইয়োআজ্জেবোহুম্‌

নিজের কৃপাগুণে, আর যাহারা (আল্লার বান্দা সাজিতে) এন্‌কার করে এবং আত্মম্ভরিতা দেখায় আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন

(৬৩) এস্থলে এইটুকুই বুঝাইয়া দেওয়া উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্‌ সন্তান-সন্ততির ঝগড়া ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত। পুত্র কর্ত্তৃক পিতা বহু বিষয়ে সাহায্যপ্রাপ্তও হয় ইহা যদ্রূপ ঠিক কথা, পিতার বিষয় সম্পত্তির অধিকারলাভের মধ্যে পুত্রের উপকারপ্রাপ্তিও অনুরূপ ঠিক কথা। কিন্তু লা-শরিক আল্লাহ্‌ এদুইটী হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। অর্থাৎ কাহারও সাহায্যেরও তাঁহার দরকার নাই এবং তাঁহার আছমান জমীনের রাজত্বেরও কেহ শরীক বা হকদার নাই।

* **শানে-নযূল—** لن يستنكف المسيح – الخ "লাই-য়্যাছতান্‌কেফাল-মাছীহো—(আয়তের শেষ পর্য্যন্ত)" অবতীর্ণ হওয়ার হেতু এই যে, নাজ্‌রানবাসী খৃষ্টানগণ হজরত মোহাম্মাদোর্‌রাছুলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর নিকট এই অনুরোধ পেশ করিয়াছিল যে, হে মোহাম্মদ! তুমি আমাদের ঈছার প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে। হুজুর (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন্‌ বিষয়ে? উহারা বলিল,—"ঈছা হইতেছেন খোদার পুত্র অথচ তুমি তাঁহাকে খোদার 'বান্দা' ও তাঁহার 'রছুল' বলিতেছে! মোহাম্মদ, তোমার এরূপ উক্তিতে ঈছা মছীহ্‌র সম্মানের লাঘব ঘটে।" এতচ্ছ্রবণে হুজুর (দঃ) ফরমাইলেন,—"আল্লার বান্দা সাজিতে ত কাহারও সম্মানের লাঘব ঘটেনা এবং উহাতে কাহারও অস্বীকৃতিও নাই। ফলকথা, হজরত শেষ-নবীর সত্যতা সাব্যস্তের ব্যাখ্যায় তখনই অত্র আয়াত নাজেল হয়

مًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا

আজা-বান্ আলীমাঙ্;—অলা-ইয়্যাজেদুনা লাহুম্ মেন্ দুনেল্লা-হে অলীয়্যাঙ্ অলা-
ব্যথাদায়ক শাস্তি—আর মিলিবে না আল্লার ছাড়া তাহাদের কেহ বন্ধু

نَصِيْرًا ۝ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ

নাছীরা-। ইয়্যা—আয়্ইয়োহান্না-ছো ক্বাদ্ জ্বা—আকুম্ বোর্‌হা-নোম্
ও সাহায্যকারী। হে লোক সকল তোমাদের নিকট দলীল পৌছিয়া গিয়াছে

مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

মের্‌রাব্বেকুম্ অ আন্‌যাল্‌না—এলায়্কুম্ নূরাম্-মোবীনা-। ফাআম্মাল্লাজীনা আ-মানূ
তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে আর আমি তোমাদের দিকে সুস্পষ্ট হেদায়ত-জ্যোতি (অর্থাৎ
কোরআন) নাজেল করিয়াছি। অতএব যাহারা ঈমান আনিয়াছে

بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ

বেল্লা-হে অ'তাছামূ বেহী ফাছাইয়োদ্‌খেলোহুম্ ফী রাহ্‌মাতেম্-মেন্‌হো
আল্লার প্রতি আর তাঁহাকেই দৃঢ়তা সহকারে ধারণ করিয়াছে তবে আল্লাহ্(ও) তাহাদিগকে অবিলম্বেই
লইয়া দাখিল করিবেন নিজের করুণা(র ছায়া)

وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ يَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ

অ ফাদ্‌লেঙ্—অইয়্যাহ্‌দীহিম্ এলায়্হে ছেরা-ত্বাম্ মোছ্‌তাক্বীমা। ইয়্যাছ্‌তাফ্‌তুনাক্।
এবং দয়া(র আশ্রয়) মধ্যে, তাহাদিগকে নিজের (নিকট) পর্য্যন্ত পৌছিবা)র সোজা পথ(ও)
প্রদর্শন করিবেন। (হে রছুল! লোক) তোমার নিকট (কালালাহ্-এর সম্বন্ধে) ফতোয়া চাহিতেছে,

قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ

কোলেল্লাহো ইয়োফ্‌তীকুম্ ফিল্-কালা-লাহ্। এনেম্‌রোওন্ হালাকা লায়্‌ছা
(তুমি উহাদিগকে) বলিয়া দাও—আল্লাহ্, কালালাহ্-এর সম্বন্ধে তোমাদিগকে আদেশ প্রদান
করিতেছেন যে, যদি (এরূপ) কোন পুরুষ মরিয়া যায়

لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَاۤ

লাহূ অলাদোঙ্ অলাহু—ওখ্‌তোন্ ফালাহা- নেছ্‌ফো মা- তারাক্, অহুওয়া ইয়্যারেসোহা—
যাহার সন্তান না থাকে (আর পিতা-পিতামহ না থাকে, তাহাকেই কালালাহ্ বলে) আর তাহার
মাত্র (আইনী অথবা আল্লাতী) একটি ভগ্নী থাকে তবে সে তাহার (কালালার যাবতীয়) ত্যক্ত
সম্পত্তির অর্দ্ধেক পাইবে, আর সে (ভ্রাতা) তাহার (ভগ্নীর) ওয়ারেছ (তখনই) হয়

إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ

ইল্লাম্ ইঁয়্যাকোঁল্লাহো- অলাদ্। ফাইন্ কা-নাতাস্‌নাতায়্‌নে ফালাহোমা-স্‌সোলোসা-নে

যদি তাহার সন্তান না থাকে ; আর যদি দুইটী ভগ্নী থাকে তবে তাহারা দুইজনে দুই তৃতীয় অংশ প্রাপ্ত হইবে

مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ

মেম্মা তারাক্। অইন্ কা-নূ— এখ্‌ওয়াতারেঁজ্জা লাঙ্ অনেছা—আন্ ফালেজ্জাকারে

(যাবতীয়) ত্যাক্ত সম্পত্তির, আর যদি ভ্রাতা ভগ্নী (উভয়ই) থাকে (অর্থাৎ কতক) পুরুষ আর (কতক) নারী তবে এক পুরুষের হিস্যা

مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ

মেস্‌লো হাজ্জেল্-ওনসায়্যায়ন্। ইয়্যোবায়্‌ইয়েনোল্লা-হো লাকুম্ আন্ তাদ্বেললূ

দুই নারীর হিস্যার সমপরিমাণ, আল্লাহ্ (নিজের হুকুম) তোমাদের সহিত বিশ্লেষণভাবে বর্ণনা করিতেছেন, তোমাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার খেয়ালে,

---

৫
২৪
৪
রুকু

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

অল্লা-হো বেকুল্লে শায়্‌এন্ আলীম্। ৫

আর আল্লাহ্ সমুদয় বস্তু(রই বিষয়) অবগত আছেন (৬৪)

ছুরা—মাএদাহ্ মদীনায় অবতীর্ণ	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝ বিছমিল্লা হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্ অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	১৬ রুকু ১২০ আয়ত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ

ইয়্যা—আয়্‌ইয়োহাল্লাজীনা আ-মানূ আওফূ বেল-ওকূদে। ওহেল্লাৎ লাকুম্ বাহীমাতোল্

হে মুছলমানগণ! (তোমরা নিজেদের) অঙ্গীকারগুলি পূর্ণ কর। (১) তোমাদের জন্য হালাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে সমুদয়

---

(৬৪) "কালালা"র আহ্‌কাম সম্বন্ধে যে নিয়ম লিখিত হইয়াছে, উহা এবারতের ধারা এবং অর্ত্তগণের আচরিত বিষয় হইতেই গৃহীত হইয়াছে। এস্থলে ভ্রাতা-ভগ্নী অর্থে 'আয়নী' ও 'আল্লাতী' (আখ্যা-ফী নহে), যথা—অত্র ছুরার দ্বিতীয় রুকুতে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(১) মর্ম্ম এই যে, মানুষ যখন এছলামে দীক্ষিত হইল, তখন সাধারণতঃ সে আল্লাহ্ এবং রছুলের সমুদয় হুকুম স্বীকার করিয়া লইল। এক্ষণে অত্র স্থলে বিশেষ বিশেষ হুকুম প্রদান পূর্ব্বক সম্পূর্ণ অঙ্গীকার পূরণের তাকীদ হইতেছে।

الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ

আন্‌আ-মে-ইল্লা- মা- ইয়োৎলা- আলায়কুম্ গায়রা মোহেল্লেছ্‌ছায়্‌দে অ-আন্তুম্

চতুষ্পদ যাহা গৃহপালিত (যথা—উষ্ট্র, গরু, ছাগ) পশুর অনুরূপ কিন্তু যে গুলির উল্লেখ অগ্রে আসিতেছে তোমরা শিকারকে হালাল মনে করিও না যখন তোমরা

حُرُمٌ ط اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۝ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ

হোরোম্। ইন্নাল্লা-হা ইয়্যাহ্‌কোমো মা- ইয়োরীদ্। ইয়া্যা— আয়্‌ইয়োহাল্লাজীনা

এহ্‌রাম অবস্থায় থাকিবে, নিঃসন্দেহ্ আল্লাহ্ যদ্রূপ ইচ্ছা নির্দ্দেশ প্রদান করেন। হে সেই সকল লোক যাহারা

اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ

আ-মানূলা- তোহেল্লু শাআ—এরাল্লা-হে অলা-শ্‌শাহ্‌রাল্ হারা-মা অলা-ল্ হাদ্‌য়্যা

ঈমান আনিয়াছ তোমরা আল্লার নিদর্শনগুলির অসম্মান করিও না আর (অসম্মান) করিও না (কোন) সম্মানবিশিষ্ট মাসের (২) এবং (অসম্মান) করিও না হজের কোরবানীর জানোয়ারের

وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا

অলাল্‌কালা—এদা অলা—আ-ম্মী—নাল্-বায়্‌তাল্-হারা-মা ইয়্যাব্‌তাগূনা ফাদ্‌লাম্

আর (অসম্মান) করিও না সেই (জানোয়ার) গুলির যে গুলি(কে আল্লার হজ্জের উদ্দেশ্যে বিশেষ করিয়া চিনিবার জন্য তাহাদের গলায়) পটী বাঁধীয়া দেওয়া হইয়াছে আর (অসম্মান) করিও না সেই লোকদিগের যাহারা সম্মানিত গৃহের জেয়ারত জন্য গমন করিতে থাকে নিজেদের

مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ط وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ط وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

মের্‌রাব্বেহিম্ অ-রেদ্‌ওয়া-না-। অএজা-হালাল্‌তুম্ ফাছ্‌ত্বা-দূ। অলা- ইয়্যাজ্‌রেমান্নাকুম্

প্রতিপালকের বরকত ও সন্তুষ্টির অনুরাগে, আর যখন তোমরা এহ্‌রাম-মুক্ত হইবে তখন (অনুমতি রহিয়াছে যে ইচ্ছা করিলে দস্তুর মত) তোমরা শিকার করিবে, আর (হে মুছলমানগণ! এই) শত্রুতা তোমাদের কোন প্রকার সীমা লঙ্ঘন করার কারণ না দাঁড়ায়

شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ

শানাআ-নো কাওমেন্ আন্ ছাদ্দূকুম্ আনেল্ মাছ্‌জেদেল্- হারা-মে আন্ তা'তাদূ।

যে, কোন কোন লোক তোমাদিগকে সম্মানবিশিষ্ট মছজেদ (অর্থাৎ কাবাগৃহ) গমনে বাধা প্রদান করিয়াছে

(২) অর্থাৎ—জেল্-কদ, জেল্-হজ্জ, মহর্‌র্ম ও রজব এই মাসচতুষ্টয়ের শত্রুদিগের সহিত ও যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ।

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

অতাআ'-অনূ আলাল্-বেরে অত্তাক্‌ওয়া ;—অলা- তাআ'-অনূ আলাল্- এস্‌মে

আর (তোমরা) নেকী ও পরহেজগারীতে (একে অন্যের) সাহায্যকারী হইয়া যাও ;—আর একে অন্যের) সাহায্যকারী হইওনা গোনাহ্

وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ حُرِّمَتْ

অল্-ওদ্‌ওয়া-ন্, অত্তাকুল্লা-হ্। ইন্নাল্লা-হা শাদীদোল্ একা-ব্। হোর্‌রেমাৎ

ও অত্যাচার-কার্য্যে, আর তোমরা আল্লার (গজব) হইতে ভয় করিও, কারণ আল্লার শাস্তি মহা কঠিন। (মুছলমান !) হারাম করা গিয়াছে

عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ

আলায়্‌কোমোল্ মায়্‌তাতো অদ্দামো অ-লাহ্‌মোল্-খেন্‌যীরে অমা—ওহেল্লা

তোমাদের প্রতি (৩) মৃত (জীব) এবং রক্ত (৪) আর শূকরের মাংস আর যাহা (যে বস্তু বা জীব) অন্য কাহারও নামে (মানত রূপে) রাখা হইয়াছে

لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ

লেগায়্‌রেল্লা-হে বেহী-অল্-মোন্‌খানেকাতো অল্-মাও্‌কূজাতো অল্-মাতারাদ্দেইয়্যাতো

আল্লার ছাড়া (৫) আর যে জীব গলা চাপিয়া মারা যায় আর যে জীব লাঠি (ইত্যাদি)র আঘাতে মারা যায় আর যে জীব উর্দ্ধ হইতে পড়িয়া মারা যায়

---

(৩) ছুরার আরম্ভ হইতে এখান হইতে যত নির্দ্দেশ রহিয়াছে; তৎসমূহের সারমর্ম্ম এই যে, কা'বা শরীফ যাতায়াতে হাজীদিগের কোনও প্রকার কষ্ট না হয়; অর্থাৎ হাজীগণ নির্ভাবনায় গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আরবের বদ্দুগণ আল্লার এ-নির্দ্দেশের কোনই পরোয়া করিত না, তাহারা চিরকালই হাজীদিগের কাফেলা আটক করিত। কিন্তু الحمد لله বর্ত্তমানে হাজীদিগের কোনও প্রকার ভয়ের কারণ না থাকায় তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে হজক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন।

হাজীদিগকে শিকার করিতে এবং গাছ-পালা ভাঙ্গিতে ও উপড়াইয়াইতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য ইহাই মনে হয় যে, দেশ গাছ-পালা ও লতা-পাতা এবং হালাল জীব-জন্তু দ্বারা সুশোভিত ও আবাদ হয়;—আরবের ন্যায় বিশুষ্ক মরুদেশে ইহার আবশ্যকতা চিরকালই রহিয়াছে। পক্ষান্তরে হজ একটী উন্নতশ্রেণীর এবাদত। সুতরাং এবাদত-অবস্থায় কোন জীবকে শিকার করা "এবাদত-নিষিদ্ধ" বটে।

(৪) এস্থলে "সাধারণ রক্তের"ই কথা কহিয়াছেন ; কিন্তু অষ্টম পারায় "প্রবাহিত রক্ত" এবং হাদীছ শরীফোক্ত 'প্রবাহিতে'র শর্ত্ত হইতে "কলেজা ও পীহা" খাওয়া জাএজ সাব্যস্ত হইয়াছে।

(৫) যদিও বর্ণনার সামঞ্জস্যের দিক দিয়া আমরা أهل 'ওহেল্লা' শব্দের অর্থ—"উহার কোন একটী" অর্থাৎ জীবের সহিত করিয়াছি, কিন্তু কোরআনের শব্দসমূহ সাধারণ অর্থজ্ঞাপক বিধায় হারামের নির্দ্দেশে উহার সমস্তগুলিই সামিল। অর্থাৎ সমস্ত নজর ও নিয়াজ যাহা আল্লার ছাড়া অন্যান্যের নামে করা হয় তৎসমূদয়ই হারাম।

وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ

অন্নাত্বীহাতো অমা— আকালাছ্ছাবোয়ো ইল্লা- মা- জাক্কায়্তুম্ অমা- জোবেহা

আর যে জীব (অন্য কোন জীবের) শৃঙ্গাঘাতে মারা যায় আর (তোমাদের প্রতি সেই জীবও হারাম করা গিয়াছে) যাহাকে হিংস্র জন্তু (ছিঁড়িয়া) ভক্ষন করিল কিন্তু যাহা(র মৃত্যুর অগ্রে তোমরা তাহা)কে হালাল করিয়া লও—(তদবস্থায় সেই জীব তোমাদের পক্ষে হারাম নহে), আর যে জীব জবেহ্ (বধ) করা হইয়াছে

عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ط ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ط

আলান্নোছোবে অ- আন্ আছতাক্ছেমূ বেল্-আযলা-ম্। জা-লেকুম্ ফেছ্ক্।

কোন থানে (চড়াইয়া অথবা আস্তানায়) (৬) আর এই (ইহাও নিষিদ্ধ) যে (এজমালী জানোয়ারের গোশ্ত জুয়ার ন্যায়) তীরের কোর্রা হইতে আপোষে বণ্টন করিয়া লও, এসমুদয় গোনাহের কার্য্য, (৭)

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط

আলয়্যাও্মা ইয়্যাএছাল্লাজীনা কাফারূ মেন্ দীনেকুম্ ফালা- তাখ্শাও্হুম্ অখ্শাওন্।

(মুছলমানগণ !) আজ কাফেরগণ তোমাদের দীনের দিক দিয়া নিরাশ হইয়াছে (অর্থাৎ তোমাদের ও উহাদের মধ্যে আর মিল-মেলাপ সম্ভব নহে—উহারা তোমাদের ঘোরতর বিরুদ্ধতা করিবে) অতএব উহাদিগকে ভয় করিওনা (বরং) আমাকেই ভয় করিও,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

আলইয়্যাও্মা আক্মাল্তো লাকুম্ দীনাকুম্ অআৎমাম্তো আলায়্কুম্ নে'মাতী

আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করিলাম আর আমি তোমাদের প্রতি নিজের নে'মত সমাপ্ত করিলাম

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ط فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ

অরাদীতো লাকোমোল্- এছ্লা-মা দী-না। ফামানেদ্ব্ তুর্রা ফী মাখ্মাছাতেন্ গায়্রা

আর আমি তোমাদের জন্য (এই দীন) এছলামকে পছন্দ করিয়াছি, অনন্তর যে ব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর হয় (আর) না থাকে

(৬) "থান" অর্থে সেই সকল জায়গা যে জায়গাগুলিকে বরকতবিশিষ্ট স্থানে লোক আল্লার ছাড়া অন্যান্যের নজর ও নিয়াজ চড়াইয়া থাকে। যথা—দেব-দেবীর স্থান কিম্বা মাটীর ঢিবা এই প্রকার অন্য কোনও জায়গা।

(৭) আরবের অধিবাসীগণ কোনও কার্য্যোপলক্ষে প্রবাস-গমনেচ্ছু হইলে তৎপূর্ব্বে তিনটী তীর তিন প্রকার মননে তীর-দানীতে রাখিয়া দিত। প্রথম তীরে "অমুক কার্য্য করিব" এই মনন করা হইত। দ্বিতীয় তীর "অমুক করিব না" ইহা মনন করা হইত। তৃতীয় তীরে "মনস্থ কার্য্যে ভুল হওয়া সম্ভব" এই মনন করা হইত। তাহার পর যদি প্রথম তীর হিস্সায় আসিত, তবে সন্তুষ্টমনে সেই কার্য্যে গমন করিত। আর যদি দ্বিতীয় তীর হিস্সায় আসিত, তবে কখনই সে কার্য্যেগমন করিত না। আর যদি তৃতীয় তীর হাতে উঠিত, তবে পুনর্ব্বার সেই কার্য্য করিত। উহাদের জবেহ্কৃত উষ্ট্র-মাংস-বণ্টনেও এই ভাবের তীরের জুয়া চলিত।

জুয়া যে প্রকারের হউক আর যে উদ্দেশ্যেই হউক, আল্লাহ্ উহা সুস্পষ্ট হারাম করিয়া দিয়াছেন। এই প্রকার "ফাল" ইত্যাদিও জুয়ার অন্তর্গত বিধায় হারাম।

مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا

মোতাজ্বা-নেফেল্-লেএস্‌মে, ফাইন্নাল্লা-হা গ্বাফুরোরাহীম্। ইয়্যাছ্‌আলূনাকা মা-জা—
গোনার দিকে তাহার আগ্রহ (এবং সে নাচারীপক্ষে কোনও হারাম বস্তু ভক্ষণ করে) তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাকারী দয়ালু। (হে রছুল! লোক) তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে কোন্ কোন্ বস্তু

أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ

ওহেল্লা লাহুম্। ক্বোল্ ওহেল্লা লাকোমোৎত্বায়্যিয়েবা-তো, অমা- আল্লামতুম্ মেনাল্-
তাহাদের জন্য হালাল করা গিয়াছে, (তুমি উহাদিগকে) জানাইয়া দাও—(আহারীয়) সমস্ত বিশুদ্ধ বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে, আর যে আঘাতকারী জীবগুলিকে তোমরা

الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۖ

জ্বাওয়া-রেহে মোকাল্লেবীনা তোআল্লেমূনা হোন্না মেম্মা- আল্লামাকোমোল্লা-হো
শিকারের জন্য শিক্ষা দাও (আর শিকারের জন্য তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়াও দাও) সেগুলকে তোমরা তাহাই শিক্ষাদান কর যাহা আল্লাহ্ তোমাদগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন,

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۖ

ফাকোলূ মেম্মা— আম্‌ছাক্‌না আলায়্‌কুম্ আজ্‌কোরোছ্‌মাল্লা-হে আলায়্‌হে,
অতএব (ঐ শিকারকৃত জীব) যাহা (যে শিকার) তোমাদের জন্য ধরিয়া রাখে (যদি সেই শিকার জবেহ করিবার পূর্ব্বে মরিয়াও যায়) তবে তাহাকে নিঃসন্দেহে ভক্ষণ করিবে কিন্তু (এটুকু খেয়াল রাখিবে যে, যদ্রূপ জবেহ্ করা কালীন আল্লার নাম লইয়া থাক তদ্রূপ শিকারী জীবকে ছাড়িবার কালে) উহার উপর আল্লার নাম লইও,

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ الْيَوْمَ أُحِلَّ

অত্তাকোল্লা-হ্। ইন্নাল্লা-হা ছারীওল্ হেছা-ব্। আল্-ইয়্যাওমা ওহেল্লা
আর তোমারা আল্লার ভয় রাখিও (অর্থাৎ তাঁহার হুকুমের বিপরীত কোন হারাম বস্তু ভক্ষণ করিও না; কারণ), আল্লাহ্ ত্বরিত হিসাব গ্রহণ করিবেন (অতএব পরকালের জওয়াবদিহীর খেয়াল রাখিও)। আজ হালাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে

لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ

লাকোমোৎত্বায়্যিয়েবা-ত্। অত্বাআ-মোল্লাজীনা উতোল্-কেতা-বা হেল্লোল্লাকুম্,
সমস্ত পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য, আর আহ্‌লে-কেতাব (গ্রন্থধার)-এর খাদ্য (খাওয়া এই শর্ত্তে যে তেমাদের নিকটও তাহাদের প্রচারিত থাকে তবেই) তোমাদের জন্য হালাল,

وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ

অত্বাআ-মোকুম্ হেল্লোল্লাহুম্, অল্-মোহ্ছানা-তো মেনাল্-মো'মেনা-তে

আর তোমাদের খাদ্য উহাদের জন্য হালাল, আর বিবাহিতা মুছলমান নারীগণ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ

অল্-মোহ্ছামা-তো মেনাল্লাজীনা উতোল্-কেতা-বা মেন্ ক্বাব্‌লেকুম্

আর যাহাদিগকে তোমাদের অগ্রে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে উহাদের মধ্যেকার বিবাহিতা নারীগণ(৩) তোমাদের জন্য হালাল (৮)

اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ

এজা— আ-তায়্‌তোমূ হোন্না ওজূরা হোন্না মোহ্‌ছেনীনা গায়্‌রা মোছা-ফেহীনা

এই শর্ত্তে যে উহাদের মোহর উহাদিগকে পরিশোধ করিয়া দাও (আর উহাদিগকে) বিবাহ-বন্ধনে লইয়া আসার তোমাদের ইচ্ছা থাকে প্রকাশ্যে কু-ক্রিয়া করিবার ইচ্ছা না থাকে

وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ

অলা- মোত্তাখেজী— আখ্‌দা-ন্। অমাঁই-ইয়্যাক্‌ফোর্ বেল্-ঈমা-নে ফাক্বাদ্ হাবেত্বা

কিম্বা গুপ্ত প্রণয়িনী বানাইবার ইচ্ছা না থাকে, আর যে ব্যক্তি ঈমান(-এর এই কথাগুলি)কে অমান্য করিল তবে ব্যর্থ গেল

عَمَلُهٗ ۖ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

আমালোহূ, অহুওয়া ফিল্-আ-খেরাতে মেনাল্-খা-ছেরীন্। ৫ ইয়্যা—আয়্যুহাল্লাজীনা

তাহার (সমস্ত সৎ) আমল, আর পরকালে(ও) সেই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত। হে মুছলমান-

ع ১/৫ রুকু

اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ

আ-মানূ— এজা- কোমতুম্ এলাছ্ছালা-তে ফাগ্‌ছেলূ বোজূহাকুম্ অ আয়্‌দেইয়্যাকুম্

গণ (তোমরা) যখন নামাজের জন্য ইচ্ছুক হইবে তখন নিজেদের মুখমণ্ডল বিধৌত করিবে আর (বিধৌত করিবে) নিজেদের হস্ত দ্বয়

اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۗ

এলাল্-মারা-ফেকে অম্‌ছাহূ বে-রোউ'ছেকুম্ অ আর্‌জোলাকুম্ এলাল্-কা'বায়্‌ন্।

কুনুই পর্য্যন্ত আর তোমাদের মস্তক মোছেহ্ করিবে আর (ধৌত করিবে) তোমাদের পদগুলি উভয় টাখ্‌নু পর্য্যন্ত

(৮) বিবাহিতা স্ত্রী অর্থে সেই সকল স্ত্রীলোক যাহারা বিবাহ দ্বারা পুরুষের সহিত স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ পাতায়।

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

অইন্ কোন্তুম্ জোমেবান্ ফাৎত্বাহ্‌হারূ। অ ইন্ কোন্তুম্ মার্দ্বা— আও্ আলা- ছাফারেন্

আর যদি তোমাদের গোছলের আবশ্যক হইয়া পড়ে তবে(গোছল করতঃ বিশেষ ভাবে) পাক ছাফ হইবে, আর যদি তোমরা পীড়িত থাক কিম্বা প্রবাসে (ছফরে) অবস্থান কর

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

আও্জা—আ আহাদোম্ মেন্‌কুম্ মেনাল্-গ্বা—এত্বে আও্ লা-মাছ্‌তোমোন্‌নেছা—আ

অথবা তোমাদের কেহ আবশ্যকস্থল (অর্থাৎ পায়খানা) হইতে আইসে কিম্বা তোমরা স্ত্রীসংসর্গে গমন করিয়া থাক

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ

ফালাম্ তাজেদূ মা—আন্ ফাতাইয়াম্মামূ ছায়ীদান্ ত্বায়্যেবান্ ফাম্‌ছাহূ বেবোজূহেকুম্

অথচ পানি প্রাপ্ত না হও তবে পাক মৃত্তিকায় তায়াম্মোম্ অর্থাৎ মেছেহ্ করিয়া লইবে নিজেদের মুখমণ্ডল

وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ

অ আয়্‌দীকুম্ মেন্‌হো। মা- ইয়োরীদোল্লা-হো লে-ইয়াজ্‌আলা আলায়্‌কুম্ মেন্

ও নিজেদের হস্তদ্বয় উহাতে, (৯) আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন না তোমাদের প্রতি কোনও প্রকার

حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ

হারাজেও্ অলা-কেঁই ইয়োরীদো লে-ইয়োত্বাহ্‌হেরাকুম্ অলে-ইয়োতেম্মা নে'মাতাহূ

ক্ষতির বরং তোমাদিগকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা করেন আর এই (ইচ্ছা করেন) যে স্বীয় নে'মত পূর্ণ করেন

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

আলায়্‌কুন্ লাআল্লাকুম্ তাশ্‌কোরূন্। অজ্‌কোরূ নে'মাতাল্লাহে আলায়্‌কুম্

তোমাদের প্রতি যাহাতে তোমরা (তাঁহার প্রতি) কৃতজ্ঞ থাক। আর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি যে নে'মত প্রদান করিয়াছেন তাহা স্মরণ কর

(৯) তায়াম্মোম্ করিবার নিয়ম এই যে, উভয় হস্ততালু এবং সমুদয় অঙ্গুলী খুলিয়া পাক মৃত্তিকা অথবা পাক মৃত্তিকা-লেপিত কোন পাত্রে মারিয়া সেই ধুলিমিশ্রিত হস্ততালুদ্বয় মুখ ধৌতের অনুরূপ একবার মুখমণ্ডলে বুলাইবে, তৎপর পুনর্ব্বার মৃত্তিকায় উভয় হস্ত মারিয়া উহা উভয় হস্তের কুনুই পর্য্যন্ত ঐ ভাবে বুলাইলে 'তায়াম্মোম্' করা হইল।

وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا

অ মীসা-কাহোল্‌লাজী ওয়া-সাকাকুম্ বেহী—, এজ্ কোল্‌তুম্ ছামে'না-

আর তাঁহার ওয়াদা-একবার(ও স্মরণ কর) যাহা (পূর্ণ করা)র তিনি (নিজের রছুলের দ্বারা) তোমাদের নিকট হইতে পরিপক্ক করার গ্রহণ করিয়াছেন যে, যখন (তিনি তোমাদিগকে এছলাম গ্রহণের আদেশ করিলেন তখন) তোমরা বলিয়াছিলে, (হে প্রতিপালক !) আমরা (আপনার আদেশ) শ্রবণ করিয়াছি

وَاَطَعْنَا ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

অ আত্বা'না-, অত্তাকোল্‌লাহ্। ইন্‌নাল্লা-হা আলীমোম্ বেজা-তেছ্‌ছোদূর।

এবং মান্য করিয়াছি, আর তোমরা আল্লা(র অবাধ্যতা) হইতে ভয় করিতে থাকিও, যেহেতু আল্লাহ্ অন্তঃকরণের কথা (পর্য্যন্ত) জানেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ

ইয়্যা—আয়্ইয়োহাল্লা-জীনা আ-মানূ কূ-নূ কাও্ওয়া-মীনা লেল্লা-হে শোহাদা—আ

হে মুছলমানগণ ! (তোমরা) আল্লার ওয়াস্তে সাক্ষ্যদানের জন্য সঠিক থাকিও

بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط

বেল্-কেছ্‌ত্বে, অলা- ইয়্যাজ্‌রেমান্নাকুম্ শানাআ-নো কাও্মেন্ আলা— আল্লা- তা'দেলূ।

ন্যায়তঃ ভাবে, আর তোমাদের পক্ষে কোন (বিশেষ) দলের শত্রুতার কারণ ইহা না দাঁড়ায় যে তোমরা (মা'মেলাতের মধ্যে) ন্যায় বিচার কর না,

اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ

এ'দেলূ —হুওয়া আক্‌রাবো লেত্তাক্‌ওয়া-, অত্তাকোল্লাহ্। ইন্নাল্লা-হা খাবীরোম্

(এরূপ করিওনা, বরং সকল অবস্থাতেই) তোমরা ন্যায়-বিচাব করিবে, (কারণ) ন্যায়-বিচার (স্পৃহা) পরহেজগারীর(ই) নিকটতর, আর আল্লাহ্ (-এর অবাধ্যতা) হইতে ভয় রাখিও, কারণ আল্লাহ্ খবর রাখেন

بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا

বেমা- তা'মালুন। অআদাল্লা-হোল্লা-জীনা আ-মানূ অ-আমেলোছ্‌ছা-লেহা-তে

তোমরা যাহা(ই) কিছু কর তাহার। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং (তাহার) সৎকাজ(ও) করিয়াছে তাহাদের সহিত আল্লার ওয়াদা রহিয়াছে যে, (পরকালে)

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ○ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا

লাহুম্ লাগ্‌ফেরাতোঙ্ অ আজ্‌রোন্ আজীম্। অল্লাজীনা কাফারু অ কাজ্‌জাবু

তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং মহাপুণ্য রহিয়াছে। আর যাহারা (হক-দীন কবুল করিতে) এন্‌কার করিয়াছে এবং মিথ্যা জানিয়াছে

بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

বেআ-য়্যা-তেনা— উলা—একা আছহা-বোল্ জ্বাহীম্। ইয়্যা—আয়ুইয়্যোহাল্লাজীনা

আমার আয়তগুলিকে তাহারা(ই) দোজখী। মুছলমান-

اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا

আ-মানোজ্‌কোরু নে'মাতাল্লা-হে আলায়্‌কুম্ এজ্‌হাম্মা কাওমোন্ আঁই-ইয়োব্‌ছোত্বু

গণ! আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি যে উপকার করিয়াছেন তাহা (তোমরা) স্মরণ কর যখন কতক লোক জবরদস্তির ইচ্ছা করিয়াছিল

اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط

এলায়্‌কুম্ আয়্‌দেইয়্যাহুম্ ফাকাফ্‌ফা আয়্‌দেইয়্যাহুম্ আন্‌কুম্, অত্তাকোল্লা-হ্!

তোমাদের প্রতি তখন (আল্লাহ্) তোমাদের হইতে তাহাদের হস্তগুলি থামাইয়া দেন, আর তোমরা আল্লার ভয় করিতে থাকিও

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ

৫
২
৬
রুকু

অ আলাল্লা-হে ফাল্‌ইয়্যাতাঅক্কালেল্ মো'মেনূন্। ৫ অলাক্বাদ্ আখাজাল্লা-হো

আর মুছলমানদিগের উচিত যে আল্লারই প্রতি নির্ভরশীল থাকা। (১০) আর আল্লাহ্ (অগ্রেও) গ্রহণ করিয়াছেন

مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ج وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ط

মীসা-ক্বা বানী—এছ্‌রা—য়ীলা, অ-বাআস্‌না- মেন্‌হোমোস্‌নায়্ আশারা নাক্বীবা।

বানী-এছ্‌রাইল হইতে (তাঁহার হুকুম বরদারীর) ওয়াদা, আর আমি (অর্থাৎ আল্লাহ্) উহাদেরই মধ্যেকার দ্বাদশ ধর্ম্মনেতাকে (উহাদের প্রতি) দণ্ডায়মান করিয়াছিলাম,

(১০) য়িহুদীগণ দুইজন মুছলমানকে হত্যা করায় হজরত রছুলে-খোদা (দঃ) প্রতিশোধ উদ্দেশ্যে তথায় গমন করেন। য়িহুদীগণ হত্যা-দোষের স্বীকারোক্তি করতঃ হুজুরকে একটী প্রাচীরের তলদেশে উপবেশন করাইয়া বলিল—"আমরা ইহার বন্দবস্ত করিতেছি।" অতঃপর য়িহুদীগণ প্রাচীরোপর হইতে চাক্কার (জাঁতার) এক পাট ফেলিয়া দিয়া (মাআজ আল্লাহ্।) হুজুরকে মিথিত করিয়া মারিবার ষড়যন্ত্র পাকাইল। হুজুর অহীদ্বারা উহাদের ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া সঙ্গীগণসহ তথা হইতে দূরে সরিয়া গেলেন। অত্রস্থ আয়তগুলিতে ঐ ঘটনারই দিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ط لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ

অকালাল্লা-হো ইন্নী মাআকুম্। লাএন্ আক্বাম্‌তোমোছ্ ছালা-তা

আর আল্লাহ্ (বানী-এছ্‌রাইলকে ইহাও) বলিয়াছিলেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি,—যদি তোমরা নামাজ পাঠ কর

وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ

অ আ-তায়তোমোজ্জাকা-তা অ আ-মান্‌তুম্ বেরোছোলী অ আয্‌যার্‌তোমূ হুম্

এবং জাকাত প্রদান কর আর আমার রছুলগণের প্রতি ঈমান লইয়া আইস এবং তাহাদের সাহায্য কর

وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ

অ আক্‌রাদ্ব্‌তোমোল্লা-হা ক্বার্‌দান হাছানাল্-লাওকাফফেরান্না আন্‌কুম্ ছায়্‌ইয়্যেআ-তেকুম্

আর (যখনই যপনই আবশ্যক হয়) সন্তুষ্ট মনে আল্লাহ্‌কে কর্জ্জ দিতে থাক তবে আমি নিশ্চয় নিশ্চয়ই তোমাদের গোনাহগুলি তোমাদের (উপর) হইতে বিদুরিত করিব

وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ

অ লাওদ্‌খেলান্নাকুম্ জান্‌না-তেন তাজ্‌রী মেন্ তাহ্‌তেহাল্ আন্‌হা-রো ; ফামান্

এবং নিশ্চয়ই তোমাদিগকে (বেহেশতের) এরূপ বাগানে (লইয়া) দাখিল করিব যাহার নিম্নে একাধিক নদী প্রবাহিত রহিয়াছে, অনন্তর তোমাদেয় যে কেহ

كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○ فَبِمَا

কাফারা বা'দা জা-লেকা মেন্‌কুম্ ফাক্বাদ্ দ্বাল্লা ছাওয়া—আছ্ছাবীল্। ফাবেমা-

মোন্‌কের সাজিল ইহার পরে(ও) তবে (বিশেষভাবে জানিয়া রাখিও) নিশ্চয় সেই ব্যক্তি সোজা পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। অথিচ উহাদের নিজেদেরই

نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ

নাক্‌দ্বেহিম্ মী-আ-কাহুম্ লাআন্নাহুম্ অ জাআল্‌না- ক্বোলুবাহুম্ ক্বা-ছেয়্যাহ্,

একবার ভঙ্গের কারণে আমি উহাদিগকে অভিসম্পাৎ করিয়াছি আর উহাদের অন্তঃকরণগুলিকে শক্ত করিয়া দিয়াছি

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ

ইয়্যোহার্‌রেফূনাল-কালেমা আম্-মাওয়া-দ্বেএহ-, আনাছু হাজ্জাম্-মেম্মা- জোক্কেরূ বেহী-,

(কারণ উহারা তওরাতের) কথাগুলিকে সেগুলির স্থান (অর্থাৎ প্রকৃত অর্থ) হইতে ঘুরাইয়া দিতেছে আর উহাদিগকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা হইতে এক (প্রধান) অংশ (অর্থাৎ— শেষ নবীর প্রতি তোমরা ঈমান আনিবে, ইহা) ভুলিয়া বসিয়াছ

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ

অলা- তাযা-লো তাৎত্বালেয়ো আলা- খা—এনাতেম্ মেন্হুম্ ইল্লা- ক্বালীলাম্ মেন্হুম্

আর (হে রছুল, এক্ষণ উহাদের অবস্থা ইহা হইয়া গিয়াছে যে) উহাদের অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সকলেরই (কোন না কোন) চুরির সংবাদ তোমাকে পৌঁছিতেছেই (১১)

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

ফা'ফো আন্হুম্ অছ্ফাহ্। ইন্নাল্লা-হা ইয়োহেব্বোল্ মোহ্ছেনীন্।

অতএব (হে রছুল,) উহাদের অপরাধ ক্ষমা কর আর উহাদের (দোষ) ছাড়িয়া দাও, কারণ আল্লাহ্ উপকারকারীদিগকে ভালবাসেন।

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصٰرٰى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا

অমেনাল্লাজীনা ক্বা-লূ— ইন্না- নাছা-রা— আখাজ্না- মীসা-কাহুম্ ফানাছূ হাজ্জাম্

আর যাহারা (নিজেরা) নিজদিগকে নাছারা বলিয়া থাকে আমি (এইরূপই) তাহাদের নিকট হইতে(ও) কওল-কারার লইয়াছিলাম অপিচ (তাহারাও) তাহা হইতে (প্রধান) অংশ (অর্থাৎ— শেষ-নবীর প্রতি তোমরা ঈমান আনিবে,) ভুলিয়া বসিয়াছে

مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ

মেম্মা- জোক্কেরূ বেহী- ; ফাআগ্‌রায়্না- বায়্নাহুমোল্-আদা-অতা অল্-বাগ্‌দ্বা—আ

তৎ সম্বন্ধে (তাহাদিগকে) উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল ; তথন (উহার শাস্তিরূপে) আমি উহাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা(র অগ্নি)কে জমকাইয়া দিলাম

اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ط وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا

এলা- ইয়্যাও্মেল- ক্বেয়্যা-মাহ্। অ ছাও্ফা ইয়োনাব্বেও'হুমোল্লা-হো বেমা-কা-নূ

কেয়ামত-দিবস পর্য্যন্ত, আর নিশ্চয়ই (কেয়ামত-দিবসে) আল্লাহ্ উহাদিগকে জানাইয়া দিবেন (ছুনিয়ায় তাহারা)

يَصْنَعُوْنَ ۝ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا

ইয়্যাছ্নাউন্। ইয়্যা— আহ্লাল্-কেতা-বে ক্বাদ্ জ্বা—আকুম্ রাছুলোনা-

যাহা করিত। (১২) হে আহ্লে-কেতাব তোমাদের নিকট আমার রছুল (মোহাম্মদ) আগমন করিয়াছে

---

(১১) "চুরি" অর্থে—হজরত শেষ-নবীর ভবিষ্যদ্বাণী এবং আল্লার অন্যান্য নির্দ্দেশাবলী প্রকাশ না করা।

(১২) কোরআনের অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে ইহাও একটী উন্নত শ্রেণীর ভবিষ্যদ্বাণী যাহা আমরা আমাদের এ-যুগে সংঘটিত হইতে দেখিতেছি। উহা এই যে, ইউরোপীয় শক্তিবর্গ সমস্তই খৃষ্টান জাতি।

يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ

ইয়্যোবাঈয়েনো লাকুম কাসীরাম্ মেম্মা- কোন্তুম্ তোখফুনা মেনাল্-কেতা-বে

তোমরা (আল্লার) কেতাব হইতে যাহা কিছু গোপন করিতে (ঐ রছুল) উহা হইতে অনেক কিছু তোমাদের সহিত সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিতেছে

وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ

অ ইয়ো'ফু আন্ কাসীর্। ক্বাদ্ জ্বা—আকুম্ মেনাল্লা-হে নূরোঙ-অকেতা-বোম্

আর অনেক কিছু (ব্যাপার এরূপ রহিয়াছে যেগুলি ঐ রছুল জ্ঞাত সত্ত্বেও তোমাদের মনোকষ্টের খাতিরে) গ্রহণ করে না, ফল কথা, আল্লার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট (পথপ্রাপ্তির) জ্যোতি এবং কোরআন আসিয়া পৌছিয়াছে (যাহার নির্দ্দেশাবলী অর্থাৎ আহ্কাম)

مُّبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

মোবীনোই—ইয়্যাহ্দী বেল্লা-হো মানেত্তাবাআ রেদ্ব্ওয়া-নাহু ছোবোলাছ্ ছালা-মে

সুস্পষ্ট। যে কেহ আল্লার সন্তুষ্টিলাভের ভিখারী তাহাকে আল্লাহ্ কোরআনের দ্বারা নিরাপদ থাকার পথ প্রদর্শন করেন

وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ

অ ইয়্যোখ্রেজোহুম্ মেনাজ্জোলোমা তে এলান্নূরে বে-এজ্নেহী- অ ইয়্যাহ্দীহিম্

আর নিজের দয়া-(ও কৃপা)য় তাহাদিগকে (কোফরীর) অন্ধকার হইতে বহিষ্কার করতঃ (ঈমানের) আলোকে আনয়ন করেন আর তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

এলা—ছেরা-ত্বেম্ মোছতাক্বীম্। লাক্বাদ্ কাফারল্লোজীনা ক্বালূ— ইন্নাল্লা-হা

সরল পথ। অবশ্য নিশ্চয়ই যাহারা কাফের হইয়া গিয়াছে তাহারা বলে যে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (হইতেছেন)

هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

হুওয়াল্- মাছীহোব্নো মার্ইয়্যাম্। কোল্ ফামাঁই-ইয়্যাম্লেকো মেনাল্লাহে শায়্আন্

মরিয়মের পুত্র মছীহ্-ই, (হে নবি, উহাদিগকে) বল (তোমরা জানাও দেখি) যে (এরূপ) কে আছে যাহার আল্লার সম্মুখে (কিছুমাত্র) আধিপত্য চলিতে পারে

আর ইহারাই আজ সারা দুনিয়ার উপর প্রভাবশালী। কিন্তু অধুনা ইংরাজী, ফারসী, রুষ, ইটালী, জার্ম্মানী ও আমেরিকা ইহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের এরূপ হিংসা ও অবিশ্বাস বিদ্যমান যৎফলে ইহাদের কাহারও প্রতি কাহারও বিশ্বাস বা মতের মিল নাই; প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি আজ

إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ

ইন্‌-আরা-দা আঁই ইয়োহ্‌লেকাল্‌ মাছীহাব্‌না মার্‌য়্যামা অ ওম্মাহু অমান্‌

যদি (আল্লাহ্‌) মারিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করেন মরিয়মের পুত্র মছীহ্‌কে আর উহার মাতাকে আর যত লোক

فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ط وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

ফিল্‌-আর্‌দ্বে জ্বামীআ-। অলিল্লা-হে মোল্‌কোছ্‌ ছামা-অ-তে অল্‌-আর্‌দ্বে

ভূ-জগতে রহিয়াছে সকলকে ? আর আল্লারই আধিপত্য আকাশসমূহ ওভুমণ্ডলে

وَمَا بَيْنَهُمَا ط يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط وَاللَّهُ عَلٰى كُلِّ

অমা- বায়্‌নাহোমা-। ইয়্যাখ্‌লোক্কো মা- ইয়্যাশা—ও। অল্লা-হো আলা- কুল্লে

আর যাহা কিছু আকাশে ও ভূমণ্ডলে রহিয়াছে, যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, আর আল্লাহ্‌ সকল

شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ أَبْنٰؤُا اللَّهِ

শায়্‌এন্‌ কাদীর্‌। অক্বা--লাতিল্‌ ইয়্যাহূদো অন্‌নাছা-রা- নাহ্‌নো অব্‌না-ওল্লা-হে

বস্তুর উপর ক্ষমতাবান (তাহা ছাড়া বিনা পিতায় ঈছাকে সৃজন করিতেও তিনি ক্ষমতাবান)। আর য়িহুদী ও নাছারাগণ দাবী করিতেছে যে আমরা আল্লার পুত্র

وَأَحِبَّاؤُهُ ط قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ط بَلْ أَنْتُمْ

অ আহেব্বা-ওহ্‌। কোল্‌ ফালেমা ইয়োআজ্জেবোকুম্‌ বেজোনূবেকুম্‌। বাল্‌ আন্তুম্‌

এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র, (হে রছুল উহাদিগকে) বল (যে যদি তোমরা আল্লার পুত্র এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে) তবে তিনি (আল্লাহ্‌) তোমাদের গোনাহর বিনিময়ে তোমাদিগকে (যখন তখন) শাস্তি প্রদান করেন কেন ? (অতএব তোমরা আল্লার পুত্র নও) বরং তোমরাও

بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ

বাশারোল্‌ মেম্মান্‌ খালাক্‌। ইয়্যাগ্‌ফেরো লেমাঁই ইয়্যাশা—ও অ ইয়োআজ্জেবো

মানুষ আল্লাহ্‌ যে (অন্যান্য মানুষ) সৃজন করিয়াছেন তাহাদেরই মধ্যেকার, (আল্লাহ্‌) যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন আর শাস্তিপ্রদান করেন

مَنْ يَشَاءُ ط وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

মাঁই ইয়্যাশা—ও। অ লিল্লা-হে মোল্‌কোছ্‌ ছামা-অ-তে অল্‌ আর্‌দ্বে অমা-বায়্‌নাহোমা-,

যাহাকে ইচ্ছা, আর আকাশসমূহ ও ভূ-মণ্ডল আর যাহা কিছু আকাশ ও ভূ-মণ্ডলে রহিয়াছে সমস্তই আল্লার রাজত্ব,

وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا

অ এলায়হিল্ মাছীর্। ইয়া— আহ্লাল্-কেতা-বে ক্বাদ্ জ্বা—আকুম্ রাছুলোনা-

আর তাঁহারই দিকে (সকলকে) প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। হে আহ্লে কেতাব যখন রছুলগণের আগমন বহুকাল পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল, তখন আমার (এই) রছুল (অর্থাৎ মোহাম্মদ) তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছে যে (রছুল)

يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا

ইয়োবায়্যিয়োনো লাকুম্ আলা- ফাৎরাতেম্ মেনার্রোছোলে আন্ আক্বলূ

(আহ্কাম-এলাহী) তোমাদের নিকট পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিতেছে (আর আমি এই রছুল) এই জন্য (প্রেরণ করিয়াছি) যে (হয় ত) তোমরা বলিয়া বসিবে

مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ

মা- জ্বা—আনা- মেম্-বাশীরেঙ্ অলা-নাজীর, ফাকাদ্ জ্বাআকুম বাশীরোঙ্ অ নাজীর্।

যে আমাদের নিকট কেহ (মুক্তির) সুসংবাদদাতা আর আল্লার শাস্তির) ভয় প্রদর্শক আগমন করে নাই, অতএব এক্ষণ ত (তোমাদের এই ওজরেরও সুযোগ রহিল না কারণ) তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক আগমন নিশ্চয় করিয়াছে

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ

অল্লা-হো আলা- কুল্লে শায়এন্ কাদীর্। ৫ অইজ্ ক্বা-লা মূছা- লেক্বাওমেহী-

আর আল্লাহ্ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান (তৎসমুদয় ছাড়াও রছুল প্রেরণেও ক্ষমতাবান)। আর (হে নবী, বাণী-এছরাইলকে একবার ইহাও স্মরণ করিয়া দাও যে) যখন মূছা তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল—

৪ ৩/৭ রুকু

يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ

ইয়্যা-ক্বাওমেজকোরূ নে'মাতাল্লা-হে আলায়্কুম্ এজ্ জ্বাআলা ফীকুম্

ভ্রাতৃগণ, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি যে সকল উপকার করিয়াছেন সেগুলির কথা স্মরণ কর যে তিনি তোমাদের(ই) মধ্যে করিয়াছেন

أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا

আম্বেইয়া—আ অ জ্বাআলাকুম্ মোলূকাঙ্,—অ আ-তা-কুম্ মা-লাম্ ইয়ো'তে আহাদাম

বহু পয়গাম্বর আর তোমাদিগকে বাদশাহ্ (ও) করিয়াছেন,—আর তোমাদিগকে সেই সকল নে'মত প্রদান করিয়াছেন যাহা প্রদান করেন নাই কাহাকেও

مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي

মেনাল্ আ-লামীন্। ইয়্যা-ক্বাওমেদ্খোলোল্ আরদ্বাল মোকাদ্দাছাতাল্লাতী

সারা দুনিয়ার লোকের। ভ্রাতৃগণ, (শামের) পবিত্র ভূমিতে তোমরা দাখিল হও যাহা

كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا

কাতাবাল্লা-হো লাকুম্ অলা- আর্তাদ্দূ আলা— আদ্বা-রেকুম্ ফাতান্কালেবূ

আল্লাহ্ তোমাদের ভাগ্যে লিখিয়া দিয়াছেন (এজন্য যে তোমরা তথায় রাজত্ব করিবে) আর (শত্রুর সহিত যুদ্ধে) নিজেদের পিঠ ফিরাইও না (কারণ উহা করিলে) তদবস্থায় তোমরা নিপতিত হইবে

خٰسِرِيْنَ ۝ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ وَاِنَّا

খা-ছেরীন্। কা-লূ ইয়্যা- মূছা- ইন্না ফীহা- কাওমান্- জাব্বা-রীনা ;—অ ইন্না-

উল্টা ক্ষতিগ্রস্ততায়। (১৩) উহারা (তখন) বলিল, হে মূছা, সে দেশে ত বড় জবরদস্ত লোক রহিয়াছে,—আর আমরা ত

لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا

লান্নাদ্খোলাহা- হাত্তা ইয়্যাখ্রোজূ মেন্হা-, ফাএঁইয়্যাখ্রোজূ মেন্হা- ফাইন্না-

উহাতে (অর্থাৎ শাম দেশে) পা রাখিতেই পারি না যে পর্য্যন্ত তাহারা তথা হইতে চলিয়া না যায়, অবশ্য (যদি তাহারা) উহা (সেই দেশ) হইতে বাহির হইয়া যায় তখন নিশ্চয়ই আমরা (যাইয়া)

دٰخِلُوْنَ ۝ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ

দা-খেলুন। কা-লা রাজোলা-নে মেনাল্লাজীনা ইয়্যাখা-ফূনা আনআমাল্লা-হো

দাখিল হইব। (আল্লার) ভয়ে বিশ্বাসীদিগের মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি (অর্থাৎ ইউশা ও কালেব) ছিল উভয়ের প্রতি আল্লাহ্ (নিজের বিশেষ) করুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন (আর ইহাদিগকে সাহস দান করিয়াছিলেন ইহারা) বলিল

عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ

আলায়হেমা-দখোলূ আলায়হেমোল্-বা-ব্, ফাএজা- দাখালতোমূহো ফাইন্নাকুম্

(যে শত্রুদিগের বিরাট দেহের দিকে লক্ষ্য করিওনা যেহেতু উহাদের অন্তঃকরণগুলি খুবই দুর্ব্বল) উহাদের প্রতি (আক্রমণ চালাইয়া বয়তুল-মোকাদ্দছের) দ্বারে তোমরা সান্ধাইয়া যাও, যখন তোমরা উহাতে প্রবিষ্ট হইবে তখন নিঃসন্দেহ তোমরা

غٰلِبُوْنَ ۵ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ قَالُوْا

গা-লেবূনা ;—অ আলাল্লা-হে ফাতাওক্কালূ— ইন কোন্তুম্ মোমেনীন্। কা-লূ

বিজয়ী হইবে ; আর যদি তোমরা মো'মেন হও তবে আল্লারই প্রতি নির্ভরশীল থাকিও। উহারা বলিল

يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ

ইয়্যা-মূছা— ইন্না-লাননাদ্খোলাহা— আবাদাম্- মা-দা-মূ ফীহা-, ফাজ্হাব আন্তা

হে মূছা, যে পর্য্যন্ত উহাতে (শত্রু) রহিয়াছ (সে পর্য্যন্ত) আমরা কখনই উহাতে পা রাখিব না, অতএব গমন কর (হে মূছা,) তুমি

(১৩) শাম দেশ এজন্য "মোকদ্দছ" নামে অভিহিত যে, তথায় বহু পয়গাম্বরের আবির্ভাব হয় এবং অধিকাংশের পবিত্র মাজার শাম দেশে।

وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ إِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّىْ

অ রাব্বোকা ফাকা-তেলা— ইন্না- হা-হোনা- ক্বা-এদূন। ক্বা-লা রাব্বে ইন্নী

ও তোমার খোদা (দুই জনে তথায়) অনন্তর (উহাদের সহিত) দুই জনে যুদ্ধ কর আমরা ত এখানেই বসিয়া রহিয়াছি। (উহাদের এই প্রকার উক্তিতে মূছা) দোয়া করিল হে আমার পালক! আমার

لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِىْ وَأَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ

লা— আম্‌লেকো ইল্লা- নাফ্‌ছী অ আখী ফাফ্‌রোক্‌ বায়্‌নানা- অ বায়্‌নাল্‌ ক্বাও্‌মিল-

খাস নিজের ও আমার ভ্রাতা(হারুণে)র ছাড়া আর কেহই আমার আয়ত্তে নহে অতএব আপনি বিভেদ রাখিবেন আমাদের ও এই অবাধ্য

الْفٰسِقِيْنَ ۝ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ

ফা-ছেকীন্‌। ক্বা-লা ফাইন্নাহা- মোহাররামাতোন্‌ আলায়্‌হিম্‌ আর্‌বায়ীনা

লোকদিগের মধ্যে (শাস্তি অবতরণকালে, অর্থাৎ আমরা যেন উহাদের সহিত জড়িত না হই) (আল্লাহ্‌) ফর্ম্মাইলেন, ঐদেশ উহাদের ভাগ্যে জুটিবে না চল্লিশ

سَنَةً ج يَتِيْهُوْنَ فِى الْأَرْضِ ط فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

ছানাতান্‌, ইয়্যাতীহূনা ফিল-আর্‌দ্ব। ফালা- তা'ছা আলাল ক্বাওমিল ফা-ছেকীন।

বৎসর পর্য্যন্ত, (উহারা মিছরের) ময়দানে পথভ্রষ্ট অবস্থায় বিচরণ করিবে, অতএব তুমি অবাধ্যদিগের (অবস্থার) প্রতি অনুমাত্র আক্ষেপ করিও না।

৫ / ৮ / ৪ রুকু

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ م إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا

অৎলো আলায়্‌হিম্‌ নাবাআব্‌নায়্‌ আ-দামা বিল্‌-হাক্কে॥ এজ্‌ ক্বার্‌রাবা- ক্বোরবা-নান্‌

আর (হে নবী!) উহাদিগকে আমাদের পুত্রদ্বয়ের (অর্থাৎ হাবিলের ও কাবিলের) ঘটনার বিষয় সঠিকভাবে পড়িয়া শুনাও যে, যখন (ঐ) দুইজন (আল্লার হুজুরে) নিয়াজ পেশ করিল

فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ط

ফাতোক্বোব্বেলা মেন্‌ আহাদেহেমা- অলাম ইয়্যোতাকাব্বাল মেনাল্‌- আ-খার।

তখন উহাদের উভয়ে একজন (অর্থাৎ) হাবীল-এর (নিয়াজ) কবুল হইল আর দ্বিতীয় জনের (অর্থাৎ কাবীলের নিয়াজ) কবুল হইল না।

قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ط قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ

ক্বা-লা লাআক্‌তোলানাক্‌। ক্বা-লা ইন্নামা- ইয়্যাতাক্বাব্বালোল্লা-হো মেনাল্‌-

(তখন কাবীল হিংসাবশে ভ্রাতা হাবীলকে) বলিল আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বধ করিয়া তবে ছাড়িব, সে (হাবীল) উত্তর করিল আল্লাহ্‌ ত (মাত্র) পরহেজগার-

الْمُتَّقِيْنَ ۝ لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا

মোত্তাকীন্। লাএম্ বাছাত্তা এলায়্ইয়্যা ইয়্যাদাকা লেতাক্‌তোলানী মা—আনা-

দিগের(ই) নিয়াজ কবুল করেন ! (১২) যদি আমাকে বধ করার উদ্দেশ্যে তুমি আমার প্রতি তোমার হস্ত চালিত কর তবে আমি

بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ

বেবা-ছেত্বেই ইয়্যাদেইয়্যা এলায়্কা লেআক্‌তোলাকা, ইন্নী—আখা-ফোল্লা-হা

তোমাকে বধ করার উদ্দেশ্যে তোমার প্রতি নিজের হস্ত চালিত করিব না, কারণ আমি ভয় রাখি

رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓءَ بِاِثْمِيْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ

রাব্বাল্ আ'-লামীন্। ইন্নী—ওরীদো আন্ তাবূআ—বেএস্‌মী অ এস্‌মেকা ফাতাকূনা

সারা সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক আল্লার। আমি ত ইচ্ছা করি যে, (যদি সীমালঙ্ঘন ঘটে তবে তোমারই দিক হইতে ঘটুক আর) তুমি আমার ও (তোমার) নিজের (অর্থাৎ উভয়ের গোনাহ্‌সহ প্রত্যাবর্ত্তন কর অনন্তর

مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَطَوَّعَتْ لَهٗ

মেন্ আছহা-বিন্না-র্, অজা-লেকা জ্বাযা—ওজ্জা-লেমীন্। ফাতাওঅআৎ লাহু

তুমি দোজখীদিগের অন্তর্গত হও, আর অত্যাচারীদিগের ইহাই শাস্তি! এতসত্ত্বেও প্ররোচিত করিল

نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

নাফছোহু কাৎলা আখাহে ফাকাতালাহু ফাআছ্‌বাহা মেনাল্ খা-ছেরীন্।

উহাকে উহার (কাবীলের) আত্মা বধ করিতে নিজের ভ্রাতাকে অবশেষ তাহাকে (অর্থাৎ হাবিলকে কাবীল) বধ করিল ফলে (কাবীল) ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইল।

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ

ফাবাআসাল্লা-হো গোরা-বাই- ইয়্যাবহাসো ফিল্-আরদ্বে লেইয়্যোরেইয়্যাহু কায়্ফা

তখন আল্লাহ্ একটী কাক প্রেরণ করিলেন যে (কাক চঞ্চু দ্বারা) মৃত্তিকা খুঁড়িতে লাগিল যাহাতে উহাকে (কাবীলকে) দেখাইয়া দেয় যে কি প্রকারে

---

(১২) অর্থাৎ ইহাতে কাবীলের ইহা প্রচার-উদ্দেশ্য ছিলনা যে, আমি পরহেজগার লোক, বরং ইহাই জানাইয়া দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল যে, তোমার নিয়াজ কবুল না হওয়ার মধ্যে আমার কোন দোষ নাই, সম্ভবতঃ তোমার দ্বারা পরহেজগারীর বিপরীত কোনও কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিবে যাহার ফলে তোমার নিয়াজ আল্লাহ্ মঞ্জুর করেন নাই।

يُوَارِيْ سَوْاَةَ اَخِيْهِ ط قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ

ইয়োয়ারী ছাওআতা আখীহ্। কা-লা ইয়্যা-অয়্লাতা— আআজ্বাযতো আন্
গোপন করিবে তাহার ভ্রাতার (অর্থাৎ হাবীলের) লাশকে (কাবীল কাককে মৃত্তিকা খুঁড়িতে দেখিয়া) বলিল হায় আক্ষেপ আমার প্রতি আমার দ্বারা কি এটুকুও হইল না যে

اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْاَةَ اَخِيْ ج فَاَصْبَحَ

আকূনা মেস্লা হা-জাল্- গোরা-বে ফা'ওঅ-রেইয়্যা ছাওআতা আখী; ফাআছ্বাহা
আমি এই কাকটীর মত হইতাম অনন্তর নিজের ভ্রাতার লাশকে ঢাকিয়া দিতাম, ফলকথা, (কাবীল নিজের দুষ্কার্য্যের জন্য অতীব)

مِنَ النّٰدِمِيْنَ ۛ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ج كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

মেনান্নানা-দেমীন্ ;—মেন্ আজ্বলে জা-লেক্, কাতাব্না- আলা- বানী—এছ্রা—য়ীলা
লজ্জিত হইল। (১৫) এই (ঘটনার) জন্য,—আমি বানী-এছ্রাইকে লিখিত নিদ্দেশ দিই

اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ

আন্নাহূ মান্ কাতালা নাফ্ছাম্ বেগয়্রে নাফ্ছিন্ আও্ ফাছা-দিন্ ফিল্-আর্দ্বে
যে যেকেহ জীবনের-বিনিময়ে নহে আর দেশে কলহ বিস্তারের শাস্তিরূপে নহে (বরং অন্যায়ভাবে) কাহাকেও বধ করিবে

فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا

ফাকাআন্নামা- কাতালান্নানা-ছা জামীআ। অমান্ আহ্ইয়্যা-হা- ফাকাআন্নামা—
তবে (তাহার সম্বন্ধে এরূপ মনে করা হইবে যে) যেন (সেই ব্যক্তি) সমস্ত লোককে বধ করিল, আর যে ব্যক্তি মরণোন্মুককে রক্ষা করিল তবে (সেই ব্যক্তি) যেন

(১৫) "হাবীল ও কাবীল" হজরত আদম (আলায়ঃ)-এর দুই পুত্রের নাম। কাবীল কৃষিকার্য্য করিত আর হাবীল ছাগ পালিত। উভয়ে আল্লার উদ্দেশে নিয়াজ করিলে, কাবীলের তুচ্ছ বস্তুর নিয়াজ থাকায় আল্লাহ্ উহা গ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে হাবীল পালের সেরা ছাগ নিয়াজ করায় আল্লাহ্ উহা কবুল করেন। অর্থাৎ তৎকালে রীত্যানুযায়ী আকাশ হইতে অগ্নি আসিয়া হাবীলের নিয়াজ জ্বালাইয়া দিল—ইহাই মঞ্জুরীর লক্ষণ ছিল।

নিজের নিয়াজ কবুল না হওয়ায় কাবীলের ক্রোধাগ্নি জলিয়া উঠিল। ভ্রাতা হাবীলের প্রতি হিংসান্ধ হইয়া কাবীল হাবীলকে বধ করিল। বধ করিবার পর কি উপায়ে ভ্রাতার লাশ গোপন করিয়া পিতার আক্রোশ হইতে রক্ষা পায়, ভ্রাতার লাশস্কন্ধে কাবীল সেই চেষ্টায় চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। লাশ গোর দিতে হয় কাবীলের ইহা এজন্য জানা ছিল না যে, দুনিয়ায় মানুষের মৃত্যু ইহাই প্রথম। অবশেষ কাকের দ্বারা কাবীল হাবীলের দাফন-কার্য্যের শিক্ষা লাভ করিয়া হাবীলকে ভূপ্রোথিত করে। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া হিংসাক্রমে কাবীল হাবীলকে বধ করিয়াছিল, কিন্তু শেষ ভ্রাতৃ-বিয়োগানুভূতির দাবানলে কাবীলকে অশেষ মর্ম্ম-যাতনা ভোগ করিতে হয়।

أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ط وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ز

আহ্ইয়্যান্না-ছা জামীআ- । অলাকাদ্ জা—আৎহুম্ রোছোলোনা- বিল্-বায়্ইয়্যো-ত

সমস্ত লোককে মৃত্যুর কবল হইতে) রক্ষা করিল ; (১৬) আর অবশ্য নিশ্চয়ই আগমন করিয়াছে উহাদের (বানী-এ্ছরাইলের) নিকট আমার রছুলগণ সুস্পষ্ট মো'জেযাহ্ সহ,

ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٥

সুম্মা ইন্না কাসীরাম্ মেন্হুম্ বা'দা জা-লেকা ফিল্-আর্দ্বে লামোছ্রেফূন্ ।

অনন্তর ইহার পরে(ও) উহাদের অনেক দেশে সীমাতিক্রম করিয়া ফিরিতেছে ।

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ

ইন্নামা- জ্বাযা—ওল্লাজীনা ইয়্যোহা-রেবূনাল্লা-হা অ রাছুলাহূ অ ইয়াছ্আওনা

ইহা ছাড়া (তাহাদের) শাস্তি নাই যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুলের সহিত যুদ্ধ করে আর ছুটাছুটি করিতে থাকে

فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ

ফিল্-আর্দ্বে ফাছা-দান্ আই ইয়্যোকাত্তালূ—আও ইয়্যোছাল্লাবূ— আও তোকাত্বাআ

দেশে কলহ (বিস্তার) উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে (খুঁজিয়া খুঁজিয়া) কতল (বধ) করা যায় অথবা তাহাদিগকে শুলী দেওয়া যায় কিম্বা কাটিয়া দেওয়া যায়

أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ط

আয়্দীহিম্ অ আর্জোলোহুম্ মেন্ খেলা-ফিন্ আও ইয়্যোনফাও মেনাল্-আর্দ্ব্ ।

তাহাদের হস্ত ও পদ উল্টা (সোজা) ভাবে (১৭) অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া যায়,

ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

জা-লেকা লাহুম্ খেজ্ইয়্যোন্ ফিদ্দোনইয়া- অলাহুম্ ফিল্-আ-খেরাতে আজা-বোন্

দুনিয়াতে তাহাদের এই ত অপদস্থতা আর (এতদ্ভিন্ন) পরকালে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি

عَظِيمٌ ۙ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ج فَاعْلَمُوا

আজীম ;—ইল্লাল্লাজীনা তাবূ মেন্ কাবলে আন্ তাক্দেরূ আলায়হিম্, ফা'লামূ—

(প্রস্তুত) রহিয়াছে ;—কিন্তু (মুছলমানগণ !) যাহারা তওবা করিল ইহার পূর্ব্বে যে তোমরা তাহাদিগকে গ্রেফতার কর, তবে তোমরা জ্ঞাত থাক যে

(১৬) কারণ, সৎকার্য্য হউক অথবা অসৎকার্য্য, একের দ্বারা শুরু হইলে অন্যান্য লোকেরও তৎপ্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় ।

(১৭) "হস্ত ও পদ উল্টা (সোজা) ভাবে কাটিয়া দেওয়া যায়" ইহার মর্ম্ম যথা—দক্ষিণ হস্ত এবং বাম পদ যৎফলে সমস্ত শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় ।

৬
৫
৯
রুকু

أَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۵ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ

আন্নাল্লা-হা গাফুরোঁরাহীম্ ।৫ ইয়্যা—আয়্ইয়্যোহাল্লাজীনা আ-মানোত্তাকোল্লা-হা

আল্লাহ্ (লোকদিগের অপরাধ) ক্ষমাকারী দয়ালু । মুছলমানগণ! (তোমরা) আল্লার ভয় কর

وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অবতাগু—এলায়হিল্ অছালাতা অ জ্বা-হেদূ ফী ছাবীলেহী-লাআল্লাকুম্ তোফ্লেহূন্ ।

আর তাঁহার (নিকট) পর্য্যন্ত (পৌছান)র উপায় অন্বেষণ কর (১৮) আর তাঁহার পথে (প্রাণপণ) যুদ্ধ কর যাহাতে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত হও।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ

ইন্নাল্লাজীনা কাফারূ লাও্ আন্না লাহুম্ মা- ফিল্-আর্দ্বে জ্বামীআ অ মেস্লাহূ

যাহারা কোফরী (অবলম্বন) করিয়াছে যদি তাহাদের (সেই পরিমাণ ধন-দৌলৎও) থাকে যাহা ভূ-জগতে রহিয়াছে তৎসমস্তই আর (আরও মওজুদ থাকে,) সেই পরিমাণই

مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ

মাআহূ লেইয়্যাফ্আদূ বেহী- মেন্ আজা-বে ইয়্যাও্মিল্-কেয়্যামাতে মা-তোকোব্বেলা

তাহার সহিত যাহাতে কেয়ামত-দিবসে শাস্তির বিনিময় উহা (ঐ ধন-দৌলৎ আল্লাকে) দিয়া বিপন্মুক্ত হয় (তত্রাচ তাহা) কবুল করা হইবে না

مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ

মেন্হুম্, অলাহুম্ আজা-বোন্ আলীম্ । ইয়্যোরীদূনা আঁই-ইয়্যাখ্রোজু মেনান্না-রে

উহাদের হইতে, আর উহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (মওজুদ) রহিয়াছে । উহারা (দোজখের) আগুন হইতে বাহিরে পালাইবার ইচ্ছা করিবে (বটে)

وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۡ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝ وَالسَّارِقُ

অমা- হুম্ বেখা-রেজ্বীনা মেন্হা-, অলাহুম্ আজা-বোম্ মোকীম্ । অছ্ছা-রেকো

কিন্তু উহারা উহা হইতে বাহির হইতে পারিবে না, আর উহাদের জন্য চিরশাস্তি রহিয়াছে । আর (মুছলমানগণ!) পুরুষ চুরি করিলে

وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا

আছ্ছা-রেক্বাতো ফাক্ত্বাউ— আয়্দেইয়্যাহোমা- জ্বাযা—আম্ বেমা- কাছাবা-

এবং নারী চুরী করিলে উহাদের উভয়ের (চুরি) কার্য্যের বিনিময়ের (দক্ষিণ) হস্ত কর্ত্তন করিবে

---

(১৮) সর্ব্বাপেক্ষা "প্রধান উপায়" হইতেছে রছুলে-খোদার অনুগমন।

نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ

নাকা-লাম্-মেনাল্লাহ্। অল্লা-হো আযীযোন্ হাকীম্। ফামান্ তা-বা মেম্-বা'দে

(এই) শাস্তি (উহাদের প্রতি) আল্লার পক্ষ হইতে (স্থিরীকৃত), আর আল্লাহ্ মহা পরাক্রান্ত (এবং) তত্ত্বজ্ঞ (অর্থাৎ তিনি সঙ্গত শাস্তিরই বিধান করেন)। (১৭) অতএব যে ব্যক্তি তওবা করিল নিজের

ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

জোল্‌মেহী-অ আছ্‌লাহা ফাইন্নাল্লা-হা ইয়্যাতুবো আলায়হ। ইন্নাল্লা-হা

অপরাধ অন্তে এবং (নিজ স্বভাবের) সুসংস্কার করিল তবে আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির তওবা কবুল (মঞ্জুর) করিয়া থাকেন, কারণ আল্লাহ্ (তদীয় বান্দাগণের গোনাহ্)

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

গাফূর্‌রোরাহীম। আলাম্ তা'লাম্ আন্নাল্লা-হা লাহূ মোলকোছ্ ছামা-অ-তে

ক্ষমাকারী কৃপালু। (হে সম্বোধিত ! চোরের তওবা কবুল হওয়া সম্বন্ধে আশ্চর্য্যান্বিত হইও না) তোমার কি জানা নাই যে আল্লারই রাজত্ব আকাশ সমূহের

وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ

অল্-আর্‌দ্বে। ইয়্যোআজ্জেবো মাই ইয়্যাশা—ও অ ইয়্যাগ্‌ফেরো লেমাই ইয়্যাশা—ও।

ও ভূমণ্ডলের !—(তিনি) যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন আর যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ

অল্লা-হো আলা- কুল্লে শায়এন্ কাদীর্। ইয়া—আয়্ইয়োহার্‌ছুল্লো

আর আল্লাহ্ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। হে রছুল

لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا

লা- ইয়্যাহ্‌যোন্‌কাল্লাজীনা ইয়োছা-রেউনা ফিল-কোফ্‌রে মেনাল্লাজীনা কা-লূ—

যাহারা কোফরীতে দ্রুত অগ্রসর তাহাদের কারণে তুমি দুঃখিত হইও না (উহারা দুই শ্রেণীর লোক) কেহ কেহ এরূপ (মোনাফেক) যাহারা ব্যক্ত করে

اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ

আ-মান্না- বে-আফ্‌অ-হেহিম্ অলাম্ তো'মেন্ কোলুবোহুম্, অমেনাল্লাজীনা হা-দূ,

নিজ মুখে যে আমরা ঈমান আনিয়াছি অথচ উহাদের অন্তরগুলি (কাদৌ) ঈমান আনে নাই; আর (উহাদের) কেহ কেহ য়িহুদী,

(১৭) আমরা যে "দক্ষিণ" হস্তের উল্লেখ করিয়াছি, ইহার দলীল হাদীছে পাওয়া যায়।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ط

ছাম্মা-উনা লিল্‌কাজেবে ছাম্মা-উনা লেক্বাওমেন্ আ-খারীনা ;—লাম্ ইয়্যা'তুক্।

ইহারা গলৎ (ভুল বা মিথ্যা) কথা শুনিতে অভ্যস্থ (হে রছুল!) তোমার কথাগুলি (ইহারা সেই) অপর লোকের খাতিরে (কর্ণপাত সহকারে) শ্রবণ করে—যাহাদের অবস্থা এই যে তাহারা তোমার নিকট আসে নাই,

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ

ইয়্যোহার্‌রেফুনাল্-কালেমা মেম্-বাদে মাও-দেএহী-. ইয়্যাকুলুনা ইন্ উতীতুম্

(ইহারা আল্লার) কালামকে ইহার পরে যে তাহা (সেই কালাম) যথাস্থলে থাকা সত্ত্বে পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়, (আর তাহারা লোকদিগকে) বলে যে (আমরা যাহা বলিতেছি) যদি (মোহাম্মদের পক্ষ হইতে) তোমাদের দেওয়া হয়

هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ط وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ

হা-জা-ফাখোজুহো অ ইল্লাম্ তো'তাওহো ফা-হ্জারু। অমাঁই ইয়্যোরেদিল্লা-হো

ইহা (এই হুকুম) তবে তাহা গ্রহণ করিও, আর যদি তোমাদিগের অবিকল) এই হুকুম না দেওয়া হয় তবে (উহা হইতে) প্রতিনিবৃত্ত থাকাও, আর (হে রছুল!) আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন

فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

ফেৎনাতাহু ফালান্ তাম্‌লেকা লাহু মেনাল্লা-হে শায়্‌আ-। উলা—একাল্লাজীনা

(পথভ্রষ্টতার) বিপদে লিপ্ত রাখিতে তবে তাহার জন্য আল্লার প্রতি তোমার কিছুমাত্র জোর চলিতে পারে না ; ইহারা সেই লোক

لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ط لَهُمْ فِى الدُّنْيَا

লাম্ ইয়্যোরেদিল্লা-হো আঁই ইয়্যোত্বাহ্‌হেরা. কোলুবাহুম্। লাহুম্ ফিদ্দোন্‌ইয়্যা-

আল্লাহ্ যাহাদের অন্তঃকরণগুলিকে (গোনার কদর্য্যতা হইতে) পাক করিতে ইচ্ছা করেন না, উহাদের দুনিয়াতে(ও)

خِزْىٌ ۚ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ سَمّٰعُوْنَ

খেয্‌ইয়্যোঙ্‌,—অলাহুম্ ফিল্-আ-খেরাতে আজা-বোন্ আজীম্। ছাম্মা-উনা

অপদস্থতা, এবং আখেরাতে(ও উহাদের জন্য অতি কঠোর শাস্তি রহিয়াছে। (২০) ইহারা খুবই অভ্যস্থ

(২০) يا ايها الرسول سے آخر ركوع تک "ইয়্যা-আয়্ ইয়্যোহার্‌রছুলো" হইতে রুকুর শেষ পর্য্যন্তকার আয়তগুলি সেই ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিল যে, খয়বরস্থ যিহুদীদিগের দুইজন বিশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রী ব্যভিচার দোষ-দুষ্ট হয়। উহাদের মজহাবের ব্যভিচারের শাস্তি ছিল "ছঙ্গছর" করা কিন্তু উভয়ের পদমর্য্যাদার বিষয় চিন্তা করিয়া যিহুদীগণ উহাদের সম্বন্ধে রেওয়াতের (দোষ মা'ফের) ইচ্ছা করিতেছিল) এ-ঘটনা ঘটে সেই সময়ে যখন রছুলে-খোদার প্রভাব মদীনায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছিল, এবং অন্যান্য মতাবলম্বী লোকেরা নিজেদের বিচার-মীমাংসার্থ প্রায়ই হুজুরের

لِلْكَذِبِ أَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ط فَإِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ

লিল্কাজেবে আক্কা-লূনা লিছ্ছোহ্তে। ফাইন্ জা-উকা ফাহ্কোম্ বায়্নাহুম্

মিথ্যা কথাগুলিতে (ও) হারাম খাইতে খুবই পটু, অতএব (হে রছুল!) ইহারা যদি (নিজেদের ব্যাপারগুলির মীমাংসার্থ) তোমার নিকট আইসে তবে (তোমার অধিকার আছে যে) তুমি ইহাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা কর

أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ج وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا ط

আও্ আ'রেদ্ব্ আন্হুম, অ ইন্ তো'রেদ্ব্ আন্হুম্ ফালাঁই ইয়্যাদ্বোর্রুকা শায়্আ-।

অথবা ইহাদের (ব্যাপারগুলিতে হস্তক্ষেপ করা) হইতে পৃথক থাকে, আর যদি তুমি ইহাদের (ব্যাপারগুলিতে হস্তক্ষেপ করা) হইতে পৃথক থাক তবে (ইহারা) তোমাদের কোনও (প্রকারের) ক্ষতি করিতে পারবে না,

---

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ط إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ

অ ইন্ ছাকামতা ফা-হ্কোম্ বায়্নাহুম্ বিল-কেছ্তে। ইন্নাল্লা-হা ইয়োহেব্বোল্-

আর যদি (তুমি) মীমাংসা কর তবে ইহাদের মধ্যে বিচারসহ মীমাংসা করিও, কারণ আল্লাহ্ ভালবাসেন

الْمُقْسِطِيْنَ ○ وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا

মোক্ছেত্বীন্। অকায়্ফা ইয়োহাক্কেমূনাকা অ এন্দাহোমোৎতাওরা-তো ফীহা-

সুবিচারীদিগকে। আর (হে মোহাম্মদ! ইহারা) কি জন্য তোমার নিকট অভিযোগ লইয়া আইসে ইহাদের নিকট তওরাত মওজুদ থাকা সত্ত্বে উহাতে

حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ط وَمَآ أُولٰٓئِكَ

হোক্মোল্লা-হে ছুম্মা ইয়্যাতাঅল্লাওনা মেম্-বা'দে জা-লেক্। অমা- উলা—একা

আল্লার নির্দ্দেশ রহিয়াছে অনন্তর ইহার পরে (ও আল্লার নির্দ্দেশ হইতে) ঘুরিয়া দাঁড়াইতেছে আর (বস্তুতঃ) ইহাদের না

খেদমতে আগমন করিতেছিল। অবশেষে য়ীহুদীদের এই ব্যভিচারের কথা দেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। তখন যাহারা বিশিষ্ট (জেনাকার) ব্যক্তিদ্বয়ের রেয়াএত করিতে চাহিয়াছিল, তাহারা এই মামলাটাকে এই ভরসায় রছুলে-খোদার দরবারে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে যে, তিনি দোষীদিগগের ছাড়িয়া দিয়া উহাদিগকে রক্ষা করিবেন। কিন্তু হুজুরের দরবারে মোকদ্দমার পেশ হওয়ার পূর্ব্বে এই ব্যাপারে হুজুরের কি সিদ্ধান্ত দাঁড়ানো সম্ভব, এই অথ্যটুকু তাহারা জানিবার চেষ্টা করে। ফলকথা মোকদ্দমাটী শেষ পর্য্যন্ত হুজুরের দরবারে পেশ হয় বিচারান্তে হুজুরও ব্যভিচারীদ্বয়কে "ছঙ্গছর" করিতে নির্দ্দেশ দেন এবং তওরাতের হাওয়ালায় উল্লেখ করতঃ য়িহুদীগণকে তওরাত লইয়া আসিতে বলেন। য়িহুদীগণ তওরাত আনিয়া ব্যভিচারীর প্রতি ছঙ্গছরের যে নির্দ্দেশ তওরাতে প্রদত্ত হইয়াছে, এ নির্দ্দেশাংশটুকু গোপন করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু উহাদের ঐ চুরি ধরা পড়ে।

بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَّنُورٌ

বিল্-মো'মেনীন্। ৫ ইন্না—আন্‌যাল্‌নাৎ-তাওরা-তা ফীহা- হোদাও্ অনূর্,

ঈমান। নিশ্চয় আমি)ই) তওরাত নাজেল করিয়াছি—যাহাতে (সর্ব্বপ্রকার) হেদায়েত ও (ঈমানের নুর রহিয়াছে,

৫
৬
১০ রুকু

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ

ইয়্যাহকোমো বেহা-ন্ নাবীইউ্‌নাল্লাজীনা আছলামূ লিল্লাজীনা হা-দূ অর্রাব্বা-নীইউ্‌না

(আল্লার) অনুগত (দাস বানী-এছরাইলী) নবীগণ উহার অনুযায়ী য়িহুদীগণকে হুকুম দিয়া আসিয়াছে আর (নবীদিগের ছাড়া য়িহুদীগণের) মাশাএখ

وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ

অল্-আহ্‌বা-রো বেমা-ছতোহ্‌ফেজু মেন্ কেতা-বিল্লা-হে অ কানূ আলায়্‌হে

ও আলেমগণ(ও) কারণ (উহারা) আল্লার কেতাবের তত্ত্বাবধানকারী নিযুক্ত হইয়াছিল আর (উহারা) উহার

شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي

শোহাদা—আ, ফালা- তাখ্‌শাবোন্না-ছা অখ্‌শাও্‌নে অলা- আশ্‌তারূ বেআ-ইয়া-তী

একরারাবদ্ধও ছিল, অতএব (হে বর্ত্তমানকালের য়িহুদীগণ! তোমরা) লোকদিগকে ভয় করিও না আমাকেই ভয় করিও আর আমার আয়তগুলির বিনিময়ে গ্রহণ করিও না

ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ

সামানান্-ক্বলীলা-। অমাল্লাম্ ইয়্যাহ্‌কোম্ বেমা- আন্‌যালল্লা-হো ফাউলা—একা

(ইহলোকের) নগণ্য স্বার্থ, আর যে ব্যক্তি আল্লার নাজেলকৃত (কেতাব)-এর অনুযায়ী নির্দ্দেশ প্রদান না করে তবে সেই লোকেরাই

هُمُ الْكَافِرُونَ ۝ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

হুমোল্-কা-ফেরূন্। অ কাতাব্‌না- আলায়্‌হিম্ ফীহা— আন্-নান্‌নাফ্‌ছা বিন্-নাফ্‌ছে,

কাফের। আর আমি তওরাতে য়িহুদীগণের প্রতি ফরজ করিয়াছিলাম যে জীবনের পরিবর্ত্তে জীবন

وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ

অল্-আয়্‌না বিল্-আয়্‌নে অল্-আন্‌ফা বিল্-আন্‌ফে অল্-ওজোনা বিল্-ওজোনে

এবং চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু আর নাসিকার পরিবর্ত্তে নাসিকা এবং কর্ণের পরিবর্ত্তে কর্ণ

وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ

অছ্-ছেন্না বিছ-ছেন্নে, অল্-জোরূহা কেছা-ছ্। কামান্ নাছাদ্দাকা বেহী- ফাহুঅ

ও দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত এবং বিশেষ আঘাতের প্রতিশোধ (এ তদস্বরূপ আঘাত), অনন্তর যে (অত্যাচার-পীড়িত) ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণ ক্ষমা দিবে তবে তাহা

كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ

কাফ্ফা-রাতোল্লা-হ অমাল্লাম ইয়্যাহকোম্ বেমা—আনযালাল্লা-হো ফাউলা—একা

তাহার (গোনার) কাফ্ফারা হইবে, আর যে ব্যক্তি আল্লার নাজেলকৃত (কেতাব)-এর অনুযায়ী নির্দ্দেশ প্রদান করিবে তবে উহারাই

هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

হুমোজ্জা-লেমূন। অকাফ্ফায়না- আলা— আ-সা-রেহিম বেঈছাব্নে মার্ইয়্যামা

জালেম (অর্থাৎ অবিচারী)। (২১) আর পশ্চাতে উহা (ঐ পয়গম্বর)দিগেরই পদে পদে আমি মরিয়মের পুত্র ঈছাকে চালিত করিয়াছিলাম

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ

মোছাদ্দেকাল্লেমা- বায়না ইয়্যাদায়হে মেনাৎ- তাওরা-তে, অ আ-তায়না-হোল্-এন্জীলা

যে ঈছা (সেই) তওরাতের যাহা (যে তওরাত) উহার (সময়) পূর্ব্ব হইতে (মওজুত) ছিল সত্যতার সাক্ষ্যদাতা আর আমি উহাকে ইঞ্জিল (ও) প্রদান করিয়াছিলাম

فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ

ফীহে হোদাঁও অনূরোঁও—অ মোছাদ্দেকা-ল্লেমা- বায়না-ইয়্যাদায়হে মেনাৎ-তাওরা-তে

যাহাতে (সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান এবং) হেদায়েত ও নূর (মওজুদ) রহিয়াছে—আর তওরাত যাহা উহার (অবতরণ যুগে) পূর্ব্ব হইতে (মওজুদ) ছিল (ইঞ্জিল) উহার সত্যতার(ও) সাক্ষ্যদাতা

وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ

অ হোদাঁও অমাও্এজাতাল্লিল্ মোত্তাকীন্। অল্-ইয়্যাহ্কোম্ আহ্লোল্-এন্জীলে

আর (নিশ্চেও) পরহেজগারদিগের জন্য হেদায়েত এবং উপদেশ। আর ইঞ্জিল ওয়ালাদের (নাছারা হওয়ার দিক্ দিয়া) উচিত (ছিল) যে হুকুম দিতে থাকে

(২১) পশ্চাদ্বর্ত্তী রুকুর শানে-নযুল একটী ব্যাভিচার ঘটিত মোকদ্দমা। এই পাপাচার দুইজন বিশিষ্ট য়িহুদী পুরুষ ও নারীর দ্বারা সংঘটিত হয়। য়িহুদীগণ ইহাদের বৈশিষ্টতার খাতিরে "তওরাতোক্ত ব্যভিচারের শাস্তি ছঙ্গছর" হইতে ইহাদিগকে রেআএতের (অর্থাৎ ছঙ্গছর শাস্তি না হয় এরূপ) চেষ্টা করিতে থাকে। আর উপর্য্যুক্ত আয়তগুলিতে 'কেছাছ' অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া আয়তোক্ত নির্দ্দেশাবলী সাধারণ অর্থজ্ঞাপক। অর্থাৎ কেছাছের শাস্তি প্রত্যেককেই (দোষী

بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ

বেমা—আন্‌যালাল্লা-হো ফীহ্। অমাল্লাম্ ইয়াহকোম্ বেমা— আন্‌যালাল্লা-হো

যাহা (যে হুকুম) আল্লাহ্ উহাতে নাজেল করিয়াছেন তদনুযায়ী, আর যে ব্যক্তি আল্লার নাজেলকৃতের (অর্থাৎ কেতাবের) অনুযায়ী হুকুম প্রদান না করে

فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۝ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ

ফাউলা—একা হুমোল্-ফাছেকুন্। অ আন্‌যাল্‌না- এলায়্‌কাল্-কেতা-বা বিল্-হাক্কে

তবে তাহারই অবাধ্য। আর (হে রছুল!) আমি তোমার দিকে(ও) সত্যগ্রন্থ নাজেল করিয়াছি

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا

মোছাদ্দেকা-ল্লেমা- বায়্‌না ইয়াদায়্‌হে মেনাল্-কেতা-বে অ মোহায়্‌মেনান্-

যে সকল গ্রন্থ (উহার অবতরণকালে) পূর্ব্ব হইতে (মওজুদ) রহিয়াছে সেগুলির সত্যতার সাক্ষ্যদান করে আর তাহার

عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ

আলায়্‌হে ফা-হ্‌কোম্ বায়্‌নাহুম্ বেমা— আন্‌যালাল্লা-হো অ-লা- তাত্তাবে'

হেফাজতকারীও, (২৩) অতএব যাহা কিছু আল্লাহ্ (তোমার প্রতি) নাজেল করিয়াছেন তুমি(ও) তদনুযায়ী ইহাদের মধ্যে নির্দ্দেশ প্রদান কর আর তুমি অনুসারী হইওনা

أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ

আহ্‌ওয়া—আহুম্ অম্মা-জা—আকা মেনাল্ হাক্কে। লেকুল্লেন্ জাআল্‌না- মেনকুম্

উহাদের কু-ইচ্ছার যে সত্য তোমাকে (আল্লার তরফ হইতে) মিলিয়াছে তাহা ছাড়িয়া দিয়া, আমি তোমাদের মধ্য হইতে প্রত্যেক (দল)-এর জন্য ঠিক করিয়াছে

ব্যক্তি বিশিষ্ট হউক বা সাধারণ হউক) প্রদত্ত হইবে। ঠিক এই অনুরূপই ছহুছরের নির্দ্দেশও সাধারণ ছিল। কিন্তু য়িহুদীগণ পার্থিব স্বার্থের খাতিরে সমুদয় নির্দ্দেশের ব্যতিক্রম ঘটাইত।

(২২) অত্রস্থ আয়তগুলিতে য়িহুদী ও খৃষ্টান জাতিকে এই বিষয়ে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে যে, উহারা য়িহুদী ও খৃষ্টান হওয়ার দাবী ত করিতেছে, কিন্তু উহাদের প্রতি অবতীর্ণ আছমানী গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জিলের উপর উহারা আমল করে না। উহাদের উচিত ছিল যে, উহারা যখন য়িহুদী ও খৃষ্টান হওয়ার দাবীদার, তখন নিজেদের আছমানী কেতাবের নির্দ্দেশ মোতাবেক চলা। তাহা যখন উহাদের মধ্যে নাই, তখন উহাদের ঐ দাবী মৌখিক অর্থাৎ বে-দলীল ছাড়া আর কিছুই নহে। কারণ উহাদের কার্য্যবলী (অর্থাৎ আমল) দ্বারা উহাদের কৃত দাবীর সত্যতা কথনই প্রতিপন্ন হয় না।

(২৩) কোরআনকে যে পূর্ব্ববর্ত্তী আছমানী কেতাবগুলির "রক্ষক" বলা হইয়াছে, ইহার মর্ম্ম এই যে, কোরআন সেই সকল কেতাবে কোনও প্রকারের পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন জাএজ রাখে না এই জন্যই কোরআনে আহলে-কেতাব অর্থাৎ য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগের প্রতি আছমানী গ্রন্থের রদ-বদল সম্বন্ধে একাধিকবার অতি কঠোরভাবে দোষারোপ করা হইয়াছে।

شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً

শের্‌আতাঙ্‌ অ মেন্‌হা-জা। অলাও্‌ শা—আল্‌লা-হো লাজ্বাআলাকুম্‌ ওম্মাতাঙ্‌

একটী শরিয়ত এবং (এক বিশেষ) তরিক', আর যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইতে তোমাদের সকলকে একই (দীনের) ওম্মত

وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا

অ-হেদাতাঙ্‌ অলা-কেঁন্‌ লেইয়্যাব্‌লোঅকুম্‌ ফী মা— আ-তা-কুম্‌ ফাছ্‌তাবেকোল্‌

করিতেন কিন্তু (বিভিন্ন শরিয়ত প্রেরণে) উদ্দেশ্য (রহিয়াছে) যে যে হুকুম (তোমাদের অবস্থা বিবেচনায় কখন কখন (তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন উহাতে (কখন কখন) তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন অতএব (মুছলমানগণ !) তোমরা তৎপর হও

الْخَيْرٰتِ ۚ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا

খায়্‌রা-ত্‌। এলাল্‌লা-হে মার্‌জেয়োকুম্‌ জামীআন্‌- ফাইয়োনাব্বেয়োকুম্‌ বেমা-

(বর্ত্তমান এছলামী শরিয়ত অনুযায়ী) সৎকার্য্যের দিকে, কারণ তোমাদের সকলকে আল্লারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে অপিচ তোমাদের জানাইয়া দিবেন যে যে বিষয়ে

كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۙ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

কোন্তুম্‌ ফীহে তাখ্‌তালেফূন্‌ ;—অ আনেহ্‌কুম্‌ বায়্‌নাহুম্‌ বেমা- আন্‌যালাল্‌লা-হো

তোমরা (দুনিয়ায়) মতবিরোধ করিতেছে ফলকথা, হে নবি ! তুমি নিজের শরিয়তের উপর ঠিক থাকিও —আর যাহা (যে কেতাব) আল্লাহ্‌ (তোমার প্রতি) নাজেল করিয়াছেন তদনুযায়ী উহাদিগের মধ্যে আদেশ করিও

وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ

অলা তাত্তাবে' আহ্‌অ—আহুম্‌ অহ্‌জার্‌হুম্‌ আঁই ইয়্যাফ্‌তেনূকা আম্‌ বা'দে মা—

আর (তুমি) উহাদের কু-ইচ্ছার অনুসারী হইও না এবং উহাদের (দাও) হইতে ভয় রাখিও যে উহার কোন(ও) হুকুম হইতে উহারা তোমাকে বিচ্যুত করে যাহা (যে কেতাব)

اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ

আন্‌যালাল্‌লা-হো এলায়্‌ক্‌। ফাইন্‌ তাঅল্লাও্‌ ফা'লাম্‌ আন্নামা- ইয়োরীদোল্লা-হো

আল্লাহ্‌ তোমার দিকে নাজেল করিয়াছেন, অনন্তর যদি (উহারা) ঘুরিয়া যায় তবে জ্ঞাত থাক (ইহা) আল্লারই মঞ্জুর যে

أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ

আঁই ইয়্যোছীবাহুম্ বে-বা'দ্বে ছেনুবেহিম্। অ ইন্না কাসীরাম্ মেনান্নাছে

ইহাদের কোন কোন গোনাহের জন্য ইহাদের প্রতি কোন বিপদ লইয়া আসেন, আর নিঃসন্দেহ অধিকাংশ লোক.

لَفَاسِقُونَ ○ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ط وَمَنْ أَحْسَنُ

লাফা-ছেকুন। আফাহোক্‌মাল্-জ্বা-হেলীয়্যাতে ইয়্যাব্‌গুন। অমান্ আহ্‌ছানো

নিশ্চয়ই অবাধ্য। (এ-সময়ে উহারা) কি মূর্খতার (যুগের অনুরূপ) নির্দ্দেশ খুঁজিতেছে? (২৪) আর কে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে

مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ع يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

মেনাল্লা-হে হোক্‌মাল্-লেকাওমেই ইউকেনুন্। ৃ ইয়্যা— আয়্যুইয়্যোহাল্লাজীনা

আল্লাহ্ অপেক্ষা নির্দ্দেশদানে বিশ্বাসী (মোমেন)দিগের জন্য? হে মুছলমান-

ع ৭/১১ রুকু

آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ

আ-মানু লা- তাত্তাখেজোল, ইয়্যাহুদা অন্নাছা—রা- আওলেয়্যা—আ॥ বা'দ্বোহুম

গণ। (তোমরা) য়িহুদী ও নাছারা (খৃষ্টান)গণকে বন্ধু (গ্রহণ) করিও না, উহার (তোমাদের বিরুদ্ধে আপোষে) এক

أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ

আওলেয়্যা—ও বা'দ্বি। অমাঁই ইয়্যাআল্লাহুম মেনকুম ফাইন্নাহু মেনহুম। ইন্নাল্লা-হা

অন্যের বন্ধু, আর তোমাদের যে ব্যক্তি উহাদিগকে বন্ধু (গ্রহণ) করিবে তবে নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি(ও) উহাদেরই মধ্যে গণ্য, কারণ আল্লাহ্

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

লা- ইয়্যাহ্‌দেল্-কাওমাজ্জা-লেমীন্। ফাতারাল্লাজীনা ফীকোলুবেহিম্ মারাদোই-

(এবম্প্রকার) জালেম লোকদিগকে (সরল) পথ প্রদর্শন করেন না। অপিচ (হে রছুল!) যাহাদের অন্তঃকরণে (বে-ঈমানীর) রোগ রহিয়াছে তুমি তাহাদিগকে দেখিতেছ

---

(২৪) এছলামের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ আরবের মোশরেকদিগের জন্য "জামানায়ে জাহালিয়ৎ" বা "মূর্খতার যুগ" নামে খ্যাত। কারণ সর্ব্বপ্রথম কেতাব যাহা আরববাসীদিগের প্রতি নাজেল হয়, তাহা এই কোরআন। কোরান নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে উহারা জানিতই না যে, আল্লাহ্ প্রকৃতপক্ষে কি বস্তু এবং তিনি কি চান।

يُسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ط

ইয়্যোছা-রেউনা ফীহিম্ ইয়্যাকুলুনা নাখ্‌শা— আন্ তোছীবানা- দা-এরাহ্

উহাতে (অর্থাৎ য়িহুদী ও নাছারাদিগকে বন্ধুগ্রহণ কার্য্যে) বড়ই ক্ষিপ্রতা করিতেছে উহারা বলে যে আমাদের ত এই ভয় হইতেছে যে এরূপ না হইয়া পড়ে—আমরা কোন বিপদের ফেরে পড়িয়া যাই,

فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ

ফাআছাল্লা-হো আঁই ইয়্যা'তেইয়্যা বিল্-ফাৎহে আও, আম্‌রেম্ মেন্ এন্দেহী-

অতএব সত্বরই আল্লাহ্ (মুছলমানদিগের) বিজয় বিধান (অথবা) কোনও হুকুম নিজ পক্ষ হইতে পেশ করিয়া দিবেন

فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ط

ফাইয়্যোছবেহু আলা- মা- আছারর‍ূ ফী— আন্‌ফোছেহিম্ না-দেমীন্।

তখন (এই মোনাফেক দল) উহার (সেই কু-ধারনার) উপর যাহা (এছলামের বিজয় এবং তাহার সত্যতা সম্বন্ধে) নিজেদের মনের মধ্যে গোপন করিত (তজ্জন্য) লজ্জিত হইবে।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ

অ ইয়্যাকুলোল্লাজীনা আ-মানূ— আহা-উলা—এল্লাজীনা আক্‌ছামূ বিল্লা-হে জাহ্‌দা

আর (ইহা হইতে মুছলমানদিগের প্রতি যখন উহাদের নেফাক (বিষ) প্রকাশ হইয়া যাইবে তখন) মুছলমানগণ (উহাদের অবস্থার প্রতি আক্ষেপ সহকারে আপোষে) বলিতে থাকিবে যে ইহারা কি সেই লোক যাহারা (প্রকাশ্যে) আল্লার কছম খাইত অতি

اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ط حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

আয়মা-নেহিম্ ইন্নাহুম্ লামাআকুম্। হাবেত্বাৎ আ'মা-লোহুম্ ফাআছ্‌বাহূ খা-ছেরীন্।

জোরের সহিত (এবং আমাদের সহিত বলিল) যে, আমরা তোমাদের সঙ্গী (অথচ ভিতরে ভিতরে য়িহুদীগণের সাহায্য-চেষ্টা করিত, অতএব) উহাদের সমুদয় আমল ব্যর্থ গেল আর (উহারা সুস্পষ্ট) ক্ষতিগ্রস্ততায় পড়িল। (২৫)

(২৫) রছুলে-খোদা (দঃ) লোকদিগকে দীন-এছলামে দীক্ষিত করতঃ মুছলমানদিগের এক "নূতন-দল" গঠন করেন। ইছলামের মধ্যে কঠোরতর তাওহিদী আকীদা পোষণের তাকীদ থাকায়, মুছলমান-দিগের মজহাবী আকীদাগুলি য়িহুদী, খৃষ্টান এবং আরবের মোশ্‌রেকদিগের কাহারও মতের সহিত খাপ খাইত না। হজরত রছুলে-খোদা বহুবার বহুপ্রকার দলীল দ্বারা ইহাদের মুখ বন্ধ করা সত্ত্বেও মাত্র কতিপয় ব্যক্তিই ঈমান লইয়া আইসে, অবশিষ্ট সমুদয় দেশ রছুলে-খোদা ও মুছলমানগণের ঘোর শত্রু দাঁড়ায়। ফলকথা, যতদিন পর্য্যন্ত মুছলমান সংখ্যাল্প দুর্ব্বল ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত মোনকের দল তাঁহা-দিগকে কষ্ট দেওয়ার কোনই সুযোগ ছাড়ে নাই। তৎসত্ত্বেও মুছলমানগণ ধৈর্য্য ও নম্রতা সহকারে বুঝাইতে থাকেন। অবশেষ যখন মুছলমানগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন, তখনই সম্মুখসমর আরম্ভ হইল—যুদ্ধ বহু বৎসরব্যাপী চলিল।

ইহা সকলেরই জানা কথা যে, তখন হইতে দুই দলে যুদ্ধ চলিতে থাকে, আর সে যুদ্ধ মাত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামাও নয়। অর্থাৎ তাহা তীব্র তরবারির যুদ্ধ—যাহাতে লোকের জীবন-নাশের আশঙ্কা পদে পদে থাকে। এমতাবস্থায় এক দলের লোকের পক্ষে অপর (বিরুদ্ধ) দলের লোকের সহিত বন্ধুত্ব রাখা নিজ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

ইয়্যা— আয়্ইয়্যোহাল্লাজীনা আ-মানূ মাঁই ইয়্যার্‌তাদ্দা মেন্‌কুম্ আন্ দীনেহী

হে মুছলমানগণ! তোমাদের (যদি) কেহ নিজের দীন (এছলাম) হইতে ঘুরিয়া যায়

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

ফাছাওফা ইয়্যা'তিল্লা-হো বেক্কাওমেঁই ইয়্যোহেব্বোহুম্ অ ইয়্যোহেব্বুনা—হু,

তবে আল্লাহ্(র তজ্জন্য কিছুমাত্র পরোয়া নাই তিনি) এরূপ লোক (আনিয়া) মওজুদ করিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসেন আর তাহারা তাঁহাকে ভালবাসেন,—

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ

আজেল্লাতেন্ আলাল্-মোমেনীনা আএয্‌যাতেন্ আলাল্-কা-ফেরীনা; ইয়্যোজা-হেদূনা

(তাহারা) মুছলমানদিগের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত কাফেরদিগের প্রতি কঠোর ভাবাপন্ন (আর তাহারা) জেহাদ করিবে

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ

ফী ছাবীলিল্লা-হে অলা- ইয়্যাখা-ফূনা লাওমাতা-লা—এম্। জা-লেকা ফাদ্‌লোল্লা-হে

আল্লার পথে আর কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের (তাহারা কিছুই) ভয় রাখিবে না, ইহা(ও) আল্লার (একটী) অনুগ্রহ

يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا

ইয়্যো'তীহে মাঁই ইয়্যাশা—ও। অল্লা-হো অ-ছেওন্ আলীম্। ইন্নামা-

যাহাকে ইচ্ছা (তিনি) দান করেন, আর আল্লাহ্ সুপ্রশস্ত (এবং তিনি সকলের অবস্থা বিষয়ে) জ্ঞাতা। (মুছলমানগণ!) তোমাদের ত

وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ

অলীইয়্যোকোমোল্লা-হো অ রাছুলোহূ অল্লাজীনা আ-মানোল্লাজীনা

বন্ধু রহিয়াছেন আল্লাহ্ এবং তাঁহার রছুল আর মুছলমানগণ—যাহারা

দলের ধ্বংসসাধন ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগের সহিত বন্ধুত্বচ্ছেদের নির্দ্দেশ তদ্রূপ বিশেষ সময়ে ও বিশেষ অবস্থায়ই ছিল। ইহা যুদ্ধের একটী নীতি—যাহা প্রত্যেক জাতিকেই গ্রহণ করিতে হয়। বাকী রহিল সাম্প্রদায়িক শত্রুতা, অর্থাৎ ধর্ম্মবিশ্বাসে মতভেদ, উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। পার্থিব বিষয় সংক্রান্তে উহার অধিকার দানের আবশ্যকতা আদৌ নাই। অষ্টবিংশ পারায় "ছুরা মোমতাহ্‌নায়" এ-বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে।

ভারতীয় মুছলমান আমরা—আমাদের হকীকত কতটুকু? বর্ত্তমান যুগে খৃষ্টান জাতির প্রাদুর্ভাব এমনি অপরিমেয় যে, তুরস্ক, ঈরান, আফগানিস্তান ও অন্যান্য মুছলমান রাজ্যগুলিকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইহাদের সহিত বন্ধুত্ব রাখিয়া চলিতেই হইতেছে।

يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ○ وَمَنْ

ইয়্যোক্বীমুনাছ্ ছালা-তা অ ইয়্যো'তুনায্‌যাকা-তা অহুম্ রা-কেউন্ অমাঁই-

নামাজ পাঠ করে ও জাকাত প্রদান করে আর তাহারা (সকল অবস্থায়ই আল্লার সম্মুখে) হেটমুণ্ড থাকে। আর যে ব্যক্তি

يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ

ইয়্যাতাঅল্‌লাল্লা-হা অ রাছুলাহূ অল্‌লাজীনা আ-মানূ ফাইন্‌না হেযবাল্লা-হে

আল্লাহ্ এবং তাঁহার রছুল ও মুছলমানগণের বন্ধু হইয়া থাকিবে (তবে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্ তায়ালা) অপিচ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তায়ালা-

৫
৮
১২
রুকু

هُمُ الْغٰلِبُونَ ○ يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا

হুমোল্-গা-লেবূন্ ৫ ইয়্যা—আয়্যইয়্যোহাল্‌লাজীনা আ-মানূ লা- তাত্তাখেজোল্-

দিগেরই প্রাধান্য ! মুছলমানগণ ! তোমরা গ্রহণ করিও না

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتٰبَ

লাজীনাত্তাখাজু দী-নাকুম্ হোযোঅঙ্- অ লাএবাম্ মেনাল্‌লাজীনা উতোল্-কেতা-বা

তাহাদিগকে যাহারা তোমাদের দীনকে হাসি ও তামাসা(র জিনিষ) ধরিয়া রাখিয়াছে (অর্থাৎ) যাহা (যে য়িহুদী ও নাছারা)দিগকে কেতাব প্রদত্ত হইয়াছে

مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ

মেন্ ক্বাব্‌লেকুম্ অল্ ফোফ্‌ফা-রা আও্‌লেইয়্যা—আ আত্তাকোল্লা-হা ইন্ কোন্তুম্

তোমাদের অগ্রে এবং মোশ্‌রেকগণকে নিজেদের বন্ধু, আর আল্লার ভয় করিয়া চলিও যদি তোমরা

مُّؤْمِنِينَ ○ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ط

মো'মেনীন্। অএজা- না-দায়্‌তুম্ এলাছ্‌ছালা-তেত্তাখাজুহা- হোযোঅঙ্-অলাএবা।

(সত্য) মুছলমান হও। আর যখন তোমরা (আজান দিয়া লোকদিগকে) নামাজের দিকে আহ্বান কর তখন উহারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) উহাকে হাসি ও তামাসা(র বস্তু) ধরিয়া লয়,

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ○ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ

জা-লেকা বেআন্‌নাহুম্ ক্বাও্‌মোল্ লা- ইয়্যা'কেলুন্। কোল্ ইয়্যা—আহ্‌লাল্-কেতা-বে

ইহা (এই অন্যায় কার্য্য উহাদের দ্বারা) এ-জন্য (অনুষ্ঠিত হয়) যে উহারা এরূপ (নির্ব্বোধ) সমাজ যে (আদৌ) বুঝে(ই) না। (হে রছুল ! য়িহুদিগণের সহিত) বল যে হে আহ্‌লে-কেতাব

هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ

হাল্ তান্‌কেমূনা মেন্‌না— ইল্লা— আন্ আ-মান্‌না- বিল্লা-হে অমা— ওন্‌যেলা

আমাদের (মুছলমানদের) মধ্যে (তোমরা) কি দোষ পাইতেছ ইহাই ত যে আমরা ঈমান আনিয়াছি আল্লার প্রতি আর যাহা (যে কোরআন) নাজেল হইয়াছে

إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ۝

এলায়না- অমা— ওন্‌যেলা মেন্ কাব্‌লো, অ আন্‌না আক্‌সারা কুম্ ফা-ছেকূন্।

আমাদের উপর (তৎপ্রতি) আর যাহা (যে সকল কেতাব) ইত্যাগ্রে নাজেল হইয়াছে (তৎপ্রতি) আর প্রকৃত ব্যাপার ত এই যে তোমাদের অধিকাংশই অবাধ্য। (২৬)

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ ط

কোল্ হাল্ ওনাব্বেয়োকুম্ বেশার্‌রেম্ মেন জা-লেকা মাছুবাতান এন্দাল্লা-হ্।

(হে রছুল ! উহাদিগকে) বল যে আমি কি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব আল্লার নিকট ছওয়াবের দিক দিয়া ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর ব্যক্তির সম্বন্ধে. (সেই ব্যক্তি)

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ

মাল্লাআনাহোল্লা-হো অ গাদেবা আলায়্‌হে অ জাআলা মেনহোমোল্-কেরাদাতা

যাহাকে আল্লাহ্ লা'নৎ করিয়াছেন আর যাহার প্রতি (তাঁহার) ক্রোধ হইয়াছে আর (তাহাদের) কাহাকেও কাহাকেও (তিনি) করিয়া দিয়াছিলেন বাঁদর

وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ط أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ

অল্-খানা-যী-রা অ আবাদাত্‌ত্বা-গূত। উলা—একা শার্‌রোম্ মাকা-নাও অ আদ্বাল্লো

এবং শুকর আর উহারা (আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া) শয়তান-এর ফুসলানিতে গো-বৎস)-এর পূজা করিয়াছিল, উহারাই (অর্থাৎ তোমরাই) পদমর্য্যাদায় (আমাদের হইতে) জঘন্যতর দাঁড়াই(লে) এবং বহু (দূরে) বিচ্যুত হই(লে)

عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا

আন্ ছাঅ—এছ্‌ছাবীল্। অএজা- জা-উ-কুম্ কালূ— আ-মান্‌না- অকাদ্ দাখালূ

সোজা পথ হইতে। আর (মুছলমানগণ !) যখন (উহারা) তোমাদের নিকট আইসে তখন বলে যে আমরা ঈমান আনিয়াছি অথচ (উহারা) আসিয়াছিল

بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ط وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

বিল্-কোফ্‌রে অহুম্ কাদ্ খারাজূ বেহ। অল্লা-হো আ'লামো বেমা-

কোফরীকে সঙ্গে লইয়া এবং কোফরকেই সঙ্গে লইয়া চলিয়াও গিয়াছিল, আর আল্লাহ্ (তাহা) বিশেষরূপ জানেন যাহা (যে নেফাক উহারা নিজেদের মনের মধ্যে)

(২৬) এস্থলে মর্ম্ম এই যে, তোমাদের অধিকাংশই আল্লার অবাধ্য, তন্নিমিত্ত তোমাদের চক্ষে আমরা অপ্রীতিকর।

كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ○ وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ

কা-নূ ইয়্যাক্‌তোমূন্। অতারা- কাসীরাম্ মেন্‌হুম্ ইয়োছা-রেউনা ফিল্-এস্‌মে

লুক্কায়িত রাখে। আর (হে রছুল!) তুমি উহাদের অনেককে দেখ যে দ্রুত ধাবিত হয় গোনাহ্-এর (অর্থাৎ মিথ্যার) মধ্যে

وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

অল্-ওদ্‌অ-নে অ আক্‌লেহেমোছ্‌ছোহ্‌তা। লাবে'ছা মা- কা-নূ ইয়্যা'মালূন্।

এবং জুলুম ও হারাম মাল গ্রাস করিতে, নিশ্চয়ই অতি জঘন্য উহা (অর্থাৎ সেই কাজ) যাহা উহারা করিতেছে।

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ

লাওলা- ইয়্যান্‌হা-হোমোর্‌রাব্বা-নীইউনা অল্-আহ্‌বা-রো আন্ কাওলেহেমোল্-এস্‌মা

কোন নিষেধ করে না উহাদিগকে (উহাদের) পীরগণ এবং আলেমগণ মিথ্যা বলিতে

وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ

অ আক্‌লেহেমোছ্‌ছোহ্‌তা। লাবে'ছা মা- কা-নূ ইয়্যাছ্‌নাউন্। অক্বালাতিল্-ইয়্যাহূদো

ও হারাম মাল গ্রাস করিতে? অবশ্য (অতি) জঘন্য (সেই ক্রিয়া-কলাপ) যাহা (উহাদের পীরগণ ও আলেমগণ) করিতেছে। আর য়িহুদীরা বলে যে

يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ

ইয়্যাদোল্লা-হে মাগ্‌লূলাহ। গোল্লাৎ আয়্‌দীহিম্ অলোএনূ বেমা-ক্বা-লূ॥ বাল্ ইয়্যাদা-হো

(মুছলমানদিগের) আল্লাহ হাত (ইদানিং বন্ধ, (২৭) উহাদেরই হাত বন্ধ করা গিয়াছে আর উহাদের (এরূপ) বলাতে উহাদের প্রতি (আল্লার) অভিসম্পাৎ, (আল্লার হাত বন্ধ নহে) বরং তাঁহার উভয় হাত

مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ

মাব্‌ছূত্বাতা-নে, ইয়োন্‌ফেকো কায়্‌ফা ইয়্যাশা—ও। অলাইয়্যাযীদান্না কাসীরাম্ মেন্‌হুম্

স্বচ্ছল, যদ্রূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন, আর (হে রছুল! যেহেতু উহারা তোমার সহিত হিংসা পোষণ করে তজ্জন্য এই কোরআন) অবশ্য অবশ্য উহাদের মধ্য হইতে অনেকেরই বৃদ্ধিপ্রাপ্তির কারণ দাঁড়াইবে

مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ؕ وَاَلْقَيْنَا

মা— ওন্‌যেলা এলায়্‌কা মের্‌রাব্বেকা তোগ্‌ইয়্যা-না-ও অকোফ্‌রা। অ আল্‌কায়্‌না-

যাহা তোমার পালকের পক্ষ হইতে তোমার প্রতি নাজেল হইয়াছে অবাধ্যতা ও কোফরীর, আর (ঐ হিংসারই শাস্তি স্বরূপ) আমি নিক্ষেপ করিয়াছি

(২৭) হজরত রছুলে খোদার জেহাদের আসবাবপত্রের জন্য, হিজরৎকারী দরিদ্র মুছলমানদিগের খরচ খরচার জন্য অথবা মুছলমানগণের সাধারণ আবশ্যকতার জন্য চাঁদা উঠাইবার দরকার হইলে য়িহুদীগণ মুছলমানদিগকে বিদ্রূপভাবে বলিত—"মুছলমানদিগের খোদা নির্ধন হইয়া যাইতেছে।"

بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ط كُلَّمَا

বায়নাহোমোল্ আদা-অতা অল-বাগ্‌দ্বা—আ। এলা-ইয়্যাওমিল্-কেইয়্যা-মাহ,। কোল্লামা--

উহাদের আপোষের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ কেয়ামত-দিবস পর্য্যন্ত (যাহা দূর হইবার নহে) যখনই যখনই

أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

আও ক্বাদূ না-রাল্ লিল্-হারবে আত্ব্‌ফাআহা-ল্লা-হো, অ ইয়্যাছ্আও্না ফিল্-আর্দ্বে

(উহারা) যুদ্ধের আগুন প্রধুমিত করে (তখনই তখনই) আল্লাহ্ তাহাকে নির্ব্বাপিত করেন, আর (উহারা) ভূজগতের দৌড়িয়া বেড়ায়

فَسَادًا ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَلَوْ أَنَّ

ফাছাদা। অল্লাহো লা- ইয়্যোহেব্বোল্ মোফ্‌ছেদীন্। অলাও্ আন্না

কলহ-বিস্তার-কার্য্যে, আর আল্লাহ্ কলহকারীদিগকে ভালবাসেন না আর যদি

أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

আহ্‌লাল্-কেতা-বে আ-মানূ অত্তাকাও্ লাকাফ্‌ফার্না- আন্‌হুম ছায়্‌ইয়্যাআ-তেহিম্

আহ্‌লে-কেতাব (অর্থাৎ গ্রন্থধারীগণ) ঈমান আনিত এবং (আল্লার) ভয় রাখিত তাহা হইলে আমি উহাদের (উপর) হইতে উহাদের গোনাহগুলি নিশ্চয়ই দুর করিতাম

وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ

অলাআদ্‌খাল্‌না-হুম্ জ্বান্না-তেন্-নাঈম্। অলাও্ আন্নাহুম্ আকা-মোৎতাও্‌রা-তা

এবং উহাদিগকে (বেহেশ্‌তের) বাগানগুলিতেও নিশ্চয়ই (লইয়া) দাখিল করিতাম যাহাতে (সকল প্রকার) নে'মত (মওজুদ) রহিয়াছে। আর যদি উহারা ঠিক রাখিত তওরাতকে

وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ

অল্-ইন্‌জ্বীলা অমা—ওন্‌যেলা এলায়হিম্ মের্‌রাব্বেহিম্ লাআকালু মেন্ ফাও্‌কেহিম্

ও ইঞ্জিলকে আর সেই (ছহীফা)গুলিকে যাহা উহাদের প্রতি উহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নাজেল হইয়াছে (তবে) নিশ্চয়ই আমি (উহাদিগকে এরূপ বরকত দিতাম যে) উহাদের (জন্য) উপর হইতে (রুজী বর্ষাইতাম)

وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ط مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ط وَكَثِيرٌ

অমেন তাহ্‌তে আর্‌জ্বোলেহিম্। মেনহুম্ ওম্মাতোম্ মোক তাছেদাহ। অকাসীরোম্-

এবং উহাদের পায়ের তলদেশ হইতে (রুজী উৎলাইতাম), উহাদের কতক লোক মধ্যপন্থী(ও) আছে, আর উহাদের অনেকেই ত

৫ ৯ ১৩ রুকু

مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ۝ يَاۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ

মেন্হুম্ ছা—আ মা- ইয়্যা'মালুন্ ৫ ইয়্যা—আয়্ইয়োহার্রাছূলো বাল্লেগ্ মা—ওন্যেলা

(কদাচারী—যাহা কিছু করিতেছে অতি) জঘন্য কাজ করিতেছে। হে রছুল পৌঁছিয়া দাও যাহা (যে আহ্কাম) নাজেল হইয়াছে

اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ط وَاللّٰهُ

এলায়্কা মের্রাব্বেক্। অইঁ ল্লাম্ তাফ্আল্ ফামা- বাল্লাগ্তা রেছা-লাতাহ্। অল্লা-হো

তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে (যথাযথ লোকদিগকে) আর যদি তুমি (এরূপ) না কর তবে তুমি আল্লার (কোনও) পয়গাম(ই লোকদিগকে), পৌঁছাও নাই (বলিয়া বুঝাইবে), আর আল্লাহ্

يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ قُلْ

ইয়্যা'ছেমোকা মেনান্না-ছ। ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়্যাহ্দিল্ ক্বাওমাল্-কা-ফেরীন্। ক্বোল্

তোমাকে লোকদিগকে (অনিষ্ট) হইতে রক্ষা করিবেন, কারণ আল্লাহ্ যাহারা কুফরী করিতেছে (তাহাদিগকে তদ্রূপ) পথই প্রদর্শন করেন না (যে তোমার প্রতি জবরদস্তি করিতে পারে)। (হে রছুল! য়িহুদী ও নাছারাগণকে) বল যে

يَاۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ

ইয়্যা— আহলাল্-কেতা-বে লাছতুম্ আলা- শায়্এন্ হাত্তা তোক্বী-মোৎতাও্রাতা

হে আহ্লে-কেতাব (দীনএছলাম সম্বন্ধে তোমরা যে দাবী করিতেছ) তোমাদের কিছুমাত্র হিস্যা নাই যে পর্য্যন্ত তোমরা ঠিক না রাখ তওরাত

وَالْاِنْجِيْلَ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا

অল্-ইন্জীলা অমা—ওন্যেলা এলায়্কুম্ মেরাব্বেকুম্। অলাইয়্যাযীদান্না কাসীরাম্-

ও ইঞ্জিলকে ও সেই (ছহিফা)গুলিকে যাহা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের প্রতি নাজেল হইয়াছে, আর (হে রছুল! উহারা যেহেতু তোমার প্রতি হিংসা পোষণ করে তজ্জন্য এই কোরআন) বৃদ্ধিপ্রাপ্তির নিশ্চয়ই কারণ দাঁড়াইবে অনেকেরই

مِّنْهُمْ مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ج فَلَا تَاْسَ

মেন্হুম্ মা--ওন্যেলা এলায়্কা মের্রাব্বেকা তোগ্ইয়্যা-নাঙ্-অকোফ্রা-, ফালা- তা'ছা

উহাদের মধ্যেকার যাহা তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নাজেল হইয়াছে অবাধ্যতা ও কুফরীর, অতএব তুমি (আদৌ) দুঃখিত হইও না

عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا

আলাল্-কাও্মিল্- কা-ফেরীন্। ইন্নাল্লাজীনা আ-মানূ অল্লাজীনা হাদূ

(সেই) লোকদিগের (অবস্থার) প্রতি যাহারা কাফের হইয়াছে। নিঃসন্দেহ যাহারা মুছলমান আর যাহারা য়িহুদী

وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

অছ্ছা-রেউনা অন্নাছা-রা- মান্ আ-মানা বিল্লা-হে অল্-ইয়্যাওমিল্ আ-খেরে

এবং ছাবে (বিধর্ম্মী) ও নাছারা (ইহাদের মধ্য হইতে) যে কেহ আল্লাহ্ এবং পরকাল-দিবসের প্রতি ঈমান আনিবে

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

অ আমেলা ছা-লেহান্ ফালা- খাওফোন্ আলায়হিম্ অলা- হুম্ ইয়্যাহ্যানূন।

আর সৎকার্য্য(ও) করিবে তবে (কেয়ামত-দিবসে) এরূপ লোকদিগের প্রতি (কোন রকমের) ভয়(ও) নাই এবং উহারা (কোন প্রকারের) মর্ম্মপীড়িত (ও) হইবে না (২৮)

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ط

লাক্বাদ্ আখাজনা- মী- সাক্বা বানী—এছরা—ঈলা অ আর্ছালনা—এলায়হিম্ রোছোলা।

(বানী-এছরাইল যদি হকদীন কবুল করিতে এনকার করে তবে ইহা নূতন কিছু নয়, কারণ ইতিপূর্ব্বে) আমি (নিশ্চয়ই এই) বানী এছরাইল (অর্থাৎ ইহাদের প্রধানগণ) হইতে একবার লইয়াছিলাম (যে তওরাতের প্রতি ঠিক থাকিও) আর আমি উহাদের দিকে বহু রছুল প্রেরণ করিয়াছিলাম,

كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا

কাল্লামা- জা—আহুম রাছূলোম্-বেমা- লা- তাহ্অ— আন্ফোছোহুম, ফারীকাম্

(কিন্তু) যখই কোন রছুল উহাদের নিকট এরূপ আহ্কামসহ আগমন করিয়াছে যাহা উহাদের মনঃপূত হয় নাই, তখনই কত কত (রছুল)কে

كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۝ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ

কাজ্জাবু অফারীকাই ইয়্যাক্তোলুন্। অ হাছেবু— আল্লা- তাকূনা ফেৎনাতোন্

মিথ্যা জানিয়াছে আর কত কত (রছুল)কে হত্যা করিতে লাগিয়াছে। আর মনে ভাবিতেছে যে (এরূপ করিলে) কোন বিপদ আসিবে না

فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ

ফাআমূ অছাম্মূ সুম্মা তা-বাল্লা-হো আলায়হিম্ সুম্মা আমূ অছাম্মূ কাসীরোম্

অপিচ (এই ভুল ধারণারই জন্য উহারা) অন্ধ এবং বধির হইয়া গিয়াছিল (অর্থাৎ সঠিক পথও দেখে নাই এবং হক কথাও শুনে নাই) অনন্তর (বহুকাল গতে উহারা তওবা করিলে) আল্লাহ্ উহাদের তওবা কবুল করেন (কিন্তু) পুনর্ব্বার অন্ধ ও বধির সাজিল অধিকাংশই

(২৮) ফলকথা, কোন সম্প্রদায়ের বিশেষের নামকরণেই "নাজাত" নিবদ্ধ নহে,—ঈমান ও সৎকার্য্যেরও শর্ত্ত রহিয়াছে। নাজাতের পথ উহাই।

বানী-এছরাইল গর্ব্ব করিত যে, আমরা পয়গম্বরের বংশধর, আল্লার নিকট সকল দিক দিয়া আমরাই শ্রেষ্ঠ! হজরত মূছার ওম্মত য়িহুদী, হজরত ঈছার ওম্মত নাছারা (খৃষ্টান), আর হজরত এবরাহীমের ভক্তগণ ছাবেয়ীন নামে খ্যাত।

مِنْهُمْ ۚ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا

মেন্‌হুম্। অল্লা-হো বাছীরোম্ বেমা- ইয়্যা'মালুন্। লাক্বাদ্ কাফারাল্‌লাজীনা ক্বা-লু—

উহাদের, আর (বর্ত্তমান যুগের য়িহুদীরাও) যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ্ (তাহাও) দেখিতেছেন।
তাহারা নিঃসন্দেহ কাফের যাহারা বলিতেছে যে

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيْحُ

ইন্‌নাল্‌লা-হা হুঅল্-মাছীহোব্‌নো মার্‌ইয়্যাম্। অক্বা-লাল্-মাছীহো

আল্লাহ্ ত এই মরিয়ম-পুত্র মছীহ্-ই, অথচ মছীহ্ (ত এইরূপ) বুঝাইতেন যে

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ۖ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ

ইয়্যা- বানী—এছ্‌রা—ঈলা'বোদোল্‌লা-হা রাব্বী অরাব্বাকুম্। ইন্‌নাহূ মাঁই ইয়োশ্‌রেক্

হে বানী-এছরাইল আল্লার(ই) এবাদৎ করিও তিনি আমার(ও) প্রতিপালক আর তোমাদের(ও)
প্রতিপালক, (আর) ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যে ব্যক্তি (কাহারও) শরিক করিবে

بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ۖ

বিল্‌লা-হে ফাক্বাদ্ হার্‌রামাল্‌লা-হো আলায়হিল্-জান্‌নাতা অমা- অ-হোন্‌না-র্।

আল্লার সহিত তবে আল্লার শক্ষ হইতে বেহেশ্ত তাহার প্রতি হারাম হইয়া গিয়াছে আর তাহার
অবস্থান-স্থল দোজখ,

وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا

অমা- লিজ্‌জা-লেমীনা মেন্ আন্‌ছা-র্। লাক্বাদ্ কাফারাল্‌লাজীনা ক্বা-লূ—

আর (এরূপ) জালেমদিগের কেহই সাহয্যকারী নাই। নিঃসন্দেহ কাফের হইয়া গিয়াছে (তাহারা)
যাহারা বলে যে

اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ

ইন্‌নাল্‌লা-হা সা-লেসো সালা-সাতেন্॥ অমা- মেন্ এলা-হিন্ ইল্‌লা— এলা-হোঙ্

আল্লাহ্ তিনেরই (এক) তৃতীয় জন, অথচ কেহই মা'বুদ (অর্থাৎ আল্লাহ্) নাই অদ্বিতীয়

وَّاحِدٌ ۚ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ

অ-হেদ্। অ ইঁল্লাম্ ইয়্যান্‌তাহূ আম্মা- ইয়্যাক্বূলূনা লাইয়্যামাছ্‌ছান্-নাল্‌লাজীনা

আল্লার ছাড়া, আর (আল্লার সম্বন্ধে) যদ্রূপ যদ্রূপ কথা উহারা বলিয়া থাকে যদি তাহা হইতে
(উহারা) প্রতিনিবৃত্ত না থাকে তবে নিশ্চয়ই স্পর্শ করিবে

كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ

কাফারু মেন্‌হুম্ আজা-বোন্ আলীম্। আফালা- ইয়্যাতুবুনা এলাল্‌লা-হে

উহাদের মধ্যেকার তাহাদিগকে যাহারা কুফরী করিতে থাকিবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (২৯) (উহাদের) কি হইয়াছে যে (এতদূর বুঝান সত্বেও) আল্লাহ্ সকাশে তওবা

وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ

অ ইয়্যাছ্‌তাগ্‌ফেরুনাহ্। অল্লা-হো গ্বাফুর্রোরাহীম্। মাল্-মাছীহোব্‌নো মার্‌ইয়্যামা

ও এছতেগ্‌ফার করেনা, অথচ আল্লাহ্ (ত অতি) ক্ষমাকারী দয়ালু। মরিয়ম-পুত্র মছীহ্‌ত

اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ

ইল্লা- রাছুল, ক্বাদ্ খালাৎ মেন্ ক্বাব্‌লেহের্রোছোল। অ ওম্মোহু ছেদ্দীক্বাহ্।

(মাত্র) একজন রছুল, ইহার (মছীহ্‌র) অগ্রেও বহু রছুল গত হইয়াছে, আর তাঁহার (মছীহ্‌র) মাতা (অর্থাৎ মরিয়ম আল্লার ভনৈক) সত্যবাদীনি ছিলেন,

كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ

কা-না- ইয়্যা'কোলা-নেত্ত্বা-ম্। ওন্‌জোর্ কায়্‌ফা নোবায়্‌ইয়েনো লাহোমোল-

(অন্যান্য লোকদিগের ন্যায় উহারা) উভয়ে (অর্থাৎ মাতা-পুত্র) খাদ্য-গ্রহণ করিত, (৩০) (হে রছুল !) দৃষ্টিপাত কর আমি (নিজের) দলীলগুলি কিভাবে বিশ্লেষণ করিয়া উহাদিগকে

الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝ قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আ-ইয়্যা-তে ছুম্মান্‌জোর্ আন্না- ইয়্যো'ফাকুন। কোল্ আতা'বোদুনা মেন্ দুনিল্‌লা-হে

বর্ণনা করিতেছি (হে রছুল !) পুনরায় দৃষ্টিপাত কর (শয়তানের ফুসলানীতে উহারা) কোন্ দিকে উল্টা পথভ্রষ্ট হইয়া চলিয়া যাইতেছে। (হে রছুল ! উহাদিগকে) বল তোমরা কি আল্লা'র ছাড়া (এরূপ বস্তুর) এবাদাৎ করিতেছ

مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ

মা-লা- ইয়্যাম্‌লেকো লাকুম্ দ্বার্‌রাঁও অলা- নাফ্‌আ। অল্‌লা-হো হুঅছ্‌ছামীওল্

তোমাদের লাভ ও লোকসান (কিছুই) নাই যাহার ক্ষমতাধীনে (ক্ষমতা ও দূরে থাকুক, তোমাদের লাভ লোকসানের খবরও জানেনা), আল্লাহ্‌ই যিনি সকলের (বুলি) শুনেন

(২৯) এস্থলে নাছারা (অর্থাৎ খৃষ্টান)দিগের দুইটী দলের আকীদার কথা উক্ত হইয়াছে। উহাদের একদল হজরত ঈছা (আঃ)কেই খোদা মান্য করে। আর দ্বিতীয় দলের খোদা মান্য চমৎকার ধরণের। ইহারা খোদা, হজরত ঈছা রুহে-কোদছ এই তিনের মধ্যে খোদায়ী বিদ্যমান বলিয়া বিশ্বাস করে। অর্থাৎ ইহাদের বিশ্বাস—তিনের প্রত্যেকেই এক এক জন খোদা। আল্লাহ্ ফরমাইতেছেন এ সমস্তই কোফরী আকীদা—আল্লাহ্ অদ্বিতীয়।

(৩০) মর্ম্ম এই যে, মাতা—মরিয়ম এবং পুত্র—ঈছা উভয়েরই ক্ষুধা পাইত আর ক্ষুন্নিবারণার্থ উভয়ের খাদ্য-গ্রহণের আবশ্যক হইত। কিন্তু লা-শরীক আল্লাহ্ এবম্প্রকার সকল ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত।

ٱلْعَلِيمُ ۝ قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ

আলীম্। কোল্ ইয়্যা—আহ্লাল্-কেতা-বে লা- তাগ্লু ফী দীনেকুম্ গায়্রাল্-হাক্কে

(এবং সমস্তই) জানেন (আর সব কিছুই যাহার ক্ষমতাধীন)। (হে রছুল! উহাদিগকে) বল যে হে আহ্লে-কেতাব নিজেদের দীনের মধ্যে অন্যায়রূপে সীমালঙ্ঘন করিও না

وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟

অলা- তাত্তাবেউ— আহ্অ—আ কাও-মেন্ কাদ্ দ্বল্লু মেন কাব্লো আদ্বল্লু

আর সেই লোকদিগের (অর্থাৎ নিজেদের প্রধানগণের) কু-অভিপ্রায় মতে চলিও না যাহারা (তোমাদের) অগ্রে গোমরাহ্ হইয়াছে আর (তাহারা) গোমরাহ্ করিয়াছে

৫
১০
১৪
রুকু

كَثِيرًا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ۝ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

কাসীরাও অ দ্বল্লু আন্ ছাঅ—এছ্ছাবীল্। ৫ লোএনাল্লাজীনা কাফারু

অনেককেই আর সোজাপথ হইতে (নিজেরা) গোমরাহ্ হইয়াছে। (আল্লার) লানৎ পড়িয়াছে (তাহাদের প্রতি) যাহারা কুফরী করিয়াছে

مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ

মেম্ বানী— এছ্রা—ঈলা আলা- লেছা-নে দা-উদা অঈছাব্নে মার্ইয়্যাম্। জা-লেকা

বানী-এছ্রাঈলদিগের মধ্য হইতে দাউদ মরিয়মের পুত্র ইছার (বদ) দোয়ায়, ইহা (এই লানৎ উহাদের প্রতি)

بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ

বেমা- আছাও অকা-নূ ইয়্যা'তাদূন। কা-নূ লা- ইয়্যাতানা-হাওনা আম্-মোন্কারেন্

এজন্য (পড়িয়াছে) যে (উহারা) না-ফর্মানী করিত এবং সীমা লঙ্ঘন করিত। (আর) নিষিদ্ধ কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হইত না

فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ۝ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ

ফাআলুহ্। লাবে'ছা মা- কা-নূ ইয়্যাফ্আলুন্। তারা- কাসীরাম্ মেন্হুম্

যাহা (যে কু-কার্য্য একবার) করিয়া বসিত, অবশ্য (নিতান্তই) খারাপ কাজ যাহা (উহারা) করিত। (হে রছুল!) তুমি উহা (য়িহুদী)দের অনেককে দেখ যে

يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ

ইয়্যাতাঅল্লাওনাল্লাজীনা কাফারু। লাবে'ছা মা- কাদ্দামাৎ লাহুম্ আন্ফোছোহুম্

(তাহারা) মোশ্রেকদিগের সহিত দোস্তী রাখে, নিশ্চয়ই জঘন্য ফল প্রেরণ করিয়াছে উহাদের জন্য উহাদের আত্মাগুলি (যাহার পরিণাম দাঁড়াইয়াছে)

أَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○ وَلَوْ كَانُوْا

আন্ ছাখেত্বাল্লা-হো আলায়হিম্ অফিল্-আজা-বে হুম্ খা-লেদূন্। অলাও কা-নূ

এই যে (দুনিয়াতেও) আল্লাহ্ উহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট আর (পরকালেও) উহারা চিরশান্তিতে রহিবে! আর যদি (উহারা)

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ

ইয়ো'মেনূনা বিল্লা-হে অন্নাবীয়্যে অমা— ওন্‌যেলা এলায়হে মাত্তাখাজু হুম্

আল্লাহ্ এবং (নিজেদের) পয়গাম্বর (মূছা)-এর প্রতি আর যাহা (যে কেতাব) তাহার (মূছার) প্রতি নাজেল হইয়াছে (তৎপ্রতি) ঈমান রাখিত তবে বন্ধু গ্রহণ করিত না

اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○ لَتَجِدَنَّ

আও্‌লেইয়া—আ অলা-কেন্না কাসীরাম্ মেন্‌হুম্ ফা-ছেকূন্। লাতাজেদান্না

মোশ্‌রেকদিগকে কিন্তু উহাদের অধিকাংশই (আল্লার) না-ফর্মান। (হে রছুল! তুমি) অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে

اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ

আশাদ্দান্‌না-ছে আদা-অতাল্ লিল্লাজীনা আ-মানোল্-ইয়াহূদা অল্লাজীনা

লোকদিগের মধ্যে অতি কঠোর শত্রুতার পক্ষে মুছলমানদিগের সহিত য়িহুদী ও

اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ

আশ্‌রাকু, অলাতাজেদান্না আক্‌রাবাহুম্ মাঅদ্দাতাল্ লিল্লাজীনা আ-মানোল্লাজীনা

মোশ্‌রেকগণকে, আর (হে রছুল!) তুমি অবশ্যই মুছলমানদিগের সহিত মিত্রতার পক্ষে সকল লোকের অপেক্ষা উহাদিগকে নিকটতর প্রাপ্ত হইবে যাহারা

قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا

কা-লূ— ইন্না- নাছা-রা-। জা-লেকা বেআন্না মেন্‌হুম্ কেছছীছীনা অ রোহ্‌বা-নাও

বলিয়া থাকে যে আমরা নাছারা, ইহা (অর্থাৎ মুছলমানদিগের প্রতি নাছারাদিগের এই টান) এই কারণে উহাদের মধ্যে বহু আলেম ও দরবেশ বিদ্যমান

وَاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

অ আন্নাহুম্ লা- ইয়্যাছতাক্‌বেরূন্।

আর এই জন্য যে উহারা (নাছারাগণ) অহঙ্কার করে না।

সূচী-পত্র

বিষয়— পৃষ্ঠা

Printed by:—Md. Soleman at Solemani Machine Press,
53, Lower Circuler Road, Calcutta